রাঁচি, শুক্রবার
31:03:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

ঘরে-বাইরে 7 ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার ....
ঝাড়খন্ড 5 হাসপাতালে পোপ..
সম্পাদকীয় 4 হিন্দুত্ববাদের 'জনক' সাভারকারের . দুবাইতে বাড়ছে বাড়ি..

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>168 >>16 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৬৮ >> << ১৬ই, চৈত্র ১৪২৯>>

পাকিস্তানকে সুখবর দিল ইইউ

প্যারিস ঃ 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ তৃতীয় দেশের তালিকা' থেকে পাকিস্তানের নাম বাদ দিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)। ফলে পাকিস্তানের ব্যবসায়ী ও ব্যক্তিরা আর আঞ্চলিক সংস্থার আইনি ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হবেন না। বুধবার ২৭ দেশের সংগঠন ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে পাকিস্তানের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। জিও নিউজ জানিয়েছে, মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইইউ কর্তৃপক্ষ পাকিস্তানকে সেসব দেশের তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে যেসব দেশের অ্যান্টি মানি লন্ডারিং বা কাউন্টারিং দ্য ফাইন্যান্সিং অব টেরোরিজম (এএমএলসিএফটি) ব্যবস্থায় কৌশলগত ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতিকে গুরুত্বপূর্ণ হুমকি মনে করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের (এফএটিএফ) অর্পিত প্রবিধান অনুসারে, নিকারাগুয়া, পাকিস্তান এবং জিম্বাবুয়ে তাদের নিজ নিজ এএমএলসিএফটি শাসন ব্যবস্থায় কৌশলগত ঘাটতিগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছে।

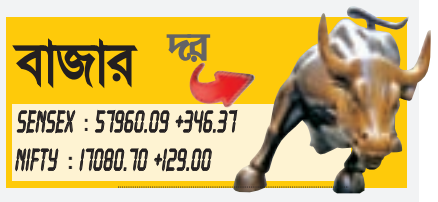

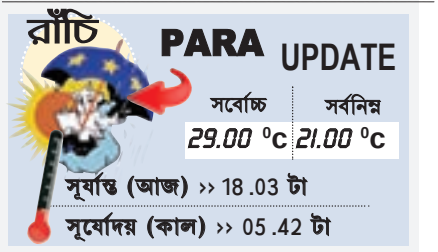

বাজার দর
SENSEX : 57960.09 +346.37
NIFTY : 17080.70 +129.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
29.00 °c	21.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .03 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .42 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

কংগ্রেস শিবিরে নতুন আশা রাহুলও কি ফিরে পাবেন পদ?

সুরাট ঃ 'মোদি' পদবি নিয়ে মন্তব্যের জেরে গুজরাটের সুরাটের এক আদালত দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। যার জেরে সংসদসদস্য পদ খোয়াতে হয়েছে রাহুল গান্ধীকে। এই নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক চলছে।

এরই মধ্যে বুধবার সুপ্রিমকোর্টের শুনানির আগেই খোয়া যাওয়া সংসদসদস্য পদ ফিরে পেলেন এনসিপি (ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি) থেকে নির্বাচিত ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাক্ষদ্বীপের এমপি মহম্মদ ফয়জল।

এদিন বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাকে পুনর্বহাল করেছে লোকসভার সচিবালয়। এক হত্যা মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে ১০ বছরের কারাদণ্ড হয়েছিল তার। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর জানুয়ারিতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে তার পদ খারিজ হয়ে গিয়েছিল। তবে দিন কয়েকের মধ্যেই তার সাজা স্থগিত করেছিলেন কেরালা হাইকোর্ট। তারপর লোকসভা সচিবালয়ে পদ ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন মহম্মদ ফয়জল। কিন্তু তার সে আবেদনে সে সময় সাড়া দেয়নি লোকসভা। তারপরই সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন করেন ফয়জল। মামলা চলছিল।

বুধবার ছিল শুনানি। কিন্তু তার আগেই নাটকীয় ভাবে ফয়জলের সংসদসদস্য পদ ফিরিয়ে দিল লোকসভা প্রশাসন। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিএম সঈদের এক আত্মীয়কে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন মহম্মদ ফয়জল। এমনই দাবি করে ২০১৬ সালে তার বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়েছিল। সেই মামলার বিচার চলাকালীনই ২০১৯ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি এই মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন এক নিম্ন আদালত। তার সঙ্গে আরও তিনজনকেও একই সাজা দেওয়া হয়। দুদিন পরই, লোকসভা সচিবালয় থেকে তাকে সংসদে অযোগ্য হিসাবে নোটিশ পাঠায়। ১৮ জানুয়ারি, নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে, ২৭ জানুয়ারি লাক্ষদ্বীপে উপনির্বাচন হবে। কিন্তু, ভোটের ঠিক দুদিন আগে, কেরালা হাইকোর্ট ফয়জলের সাজা স্থগিত করেন। নির্বাচন কমিশনও উপনির্বাচন স্থগিত রাখে। এই ঘটনার পর দুই মাস পেরিয়ে যায়। কিন্তু, তার সংসদসদস্য পদ ফেরায়নি লোকসভা সচিবালয়। এরপরই পদ ফিরে পেতে লোকসভা সচিবালয়কে চ্যালেঞ্জ জানান ফয়জল। ৩০ জানুয়ারি, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ার। দলীয় এমপির পদ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তারও দুই মাস পর লোকসভার সদস্যপদ ফিরে পেলেন ফয়জল।

এই ঘটনা নতুন আশার জন্ম দিয়েছে কংগ্রেস শিবিরেও। নেতারা বলছেন, উচ্চ আদালতে আবেদনের সময় রাহুল গান্ধীর আইনি দল মহম্মদ ফয়জলের ঘটনা উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরতে পারে। উচ্চ আদালতে আবেদনের জন্য ৩০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে রাহুল গান্ধীকে।

পূজা দিতে গিয়ে ৫০ ফুট কূপে ৩০ পূণ্যার্থী, নিহত ৪

ইন্দোর ঃ রামনবমী উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে বালেশ্বর মহাদেব মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন অসংখ্য পূণ্যার্থী। মন্দির চত্বরে থাকা একটি কুয়ার ছাদে ভিড় জমিয়েছিলেন অনেকে।

কিন্তু কুয়ার ছাদ অনেক পুরনো হওয়ায় সেই ভার রাখতে না পেরে পূণ্যার্থীদের নিয়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এতে অন্তত পক্ষে ৩০ জন পূণ্যার্থী ৫০ ফুট নিচে কুয়ার মধ্যে পড়ে যান। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। এতে অন্তত চার জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ও দমকল সূত্রের বরাত দিয়ে টাইমস নাউ জানিয়েছে, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত চার জনের নিহতের খবর পাওয়া গেছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুই শিশুসহ ১৮ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারের জন্য রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ডাকা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, রামনবমী উপলক্ষে সকাল থেকেই ভিড় জমতে থাকে মন্দিরে। যজ্ঞ দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। মন্দিরের ভিতরে একটি কুয়া রয়েছে। সেই কুয়ার মুখে কংক্রিটের ছাউনি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই ছাউনি অত্যন্ত পুরনো এবং দুর্বল হয়ে পড়ায় তা ভেঙে পড়ে।

বড় ছেলেকে ক্রাউন প্রিন্স করলেন আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট

আমিরাত ঃ সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান তার বড় ছেলে শেখ খালেদ বিন মোহাম্মদ আল নাহিয়ানকে দেশটির রাজধানী আবুধাবির যুবরাজ (ক্রাউন প্রিন্স) ঘোষণা করেছেন।

বুধবার দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম জানিয়েছে, যুবরাজ নিয়োগের পাশাপাশি শেখ মোহাম্মদ তার ভাইদের দেশের শীর্ষ পদে বসিয়েছেন।

গত বছর প্রেসিডেন্ট ও আবুধাবির শাসক হওয়া শেখ মোহাম্মদ দুবাইয়ের শাসক শেখ মোহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুমের পাশাপাশি তার ভাই শেখ মনসুর বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

শেখ মোহাম্মদ তার আরেক ভাই শেখ তাহনুন বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, ভাই হাজ্জা বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে আবুধাবির ডেপুটি শাসক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।

বুধবার পৃথক এক ডিক্রিতে শেখ মোহাম্মদ যুবরাজ শেখ খালেদকে আবুধাবির নির্বাহি কাউন্সিলের প্রধান হিসেবেও নিয়োগ দিয়েছেন।

বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, শেখ মোহাম্মদ তার ছেলেকে গোয়েন্দা সংস্থাসহ নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন কর্তৃত্বপূর্ণ পদে রেখে গড়ে তুলেছেন।

রয়টার্স জানিয়েছে, এর মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্ষমতা আবুধাবিতে আরও কেন্দ্রীভূত হচ্ছে বলে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। অঢেল তেল সম্পদের কারণে আবুধাবি সাতটি আমিরাত নিয়ে গঠিত সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাজনৈতিক রাজধানী। দুবাই পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের প্রধান ব্যবসা ও পর্যটন কেন্দ্র।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

আবার সরকার গঠন করতে পারেন শেখ হাসিনা

ঢাকা ঃ বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও 'সময়োচিত সংস্কার পদক্ষেপ' গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেছে বিশ্বখ্যাত সংবাদ সংস্থা ব্লুমবার্গ। আর বাংলাদেশে আগামী সাধারণ নির্বাচনে শেখ হাসিনা চতুর্থ মেয়াদে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে সংবাদ সংস্থাটি। সংবাদ সংস্থাটিতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, 'তিনি (শেখ হাসিনা) টানা চতুর্থ মেয়াদে জয়ী হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তার বিজয়ের কারণ 'কেবলমাত্র তার অনেক প্রতিপক্ষ কারাগারে আছেন বা আইনি ফাঁদে পড়েছেন এটা নয় বরং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তার সাফল্যের কারণেই এটা ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত।' আগামী জাতীয় নির্বাচনের আগে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির সময়োপযোগী সংস্কারের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ঋণপ্রাপ্তির পটভূমিতে ব্লুমবার্গ দুটি উপশিরোনামসহ 'বাংলাদেশ লিডার বেটস আইএমএফম্যান্ডেটেড রিগর উইল পে অফ ইন পোলস' শিরোনামের নিবন্ধটি প্রকাশ করে। এতে আরও বলা হয়, পুরো তহবিল পেতে শেখ হাসিনাকে আরও সংস্কার করতে হবে। নিবন্ধে বলা হয়, গত জুলাই মাসে আইএমএফের সহায়তা চাওয়া দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশের মধ্যে সর্বশেষ ছিল বাংলাদেশ। দেশটি দ্রুত জ্বালানি মূল্যবৃদ্ধির পর প্রথম ঋণ অনুমোদন পেয়েছে। ৭৫ বছর বয়সি শেখ হাসিনা এই পদক্ষেপ নিতে কোনো কুণ্ঠাবোধ করেননি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিয়েতনাম রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎঅর্থনৈতিক সহযোগিতায় গুরুত্বারোপ ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পারস্পরিক স্বার্থে বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত পাম ভিয়েত চিয়েন বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে গণভবনে বিদায়ি সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি একথা বলেন। সাক্ষাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে তারা দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারা বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন। শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনামের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং বিজয় অর্জনের মতো বেশকিছু ক্ষেত্রে অভিন্ন মিল রয়েছে। ভিয়েতনামের স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রতি এ দেশের জনগণের প্রশংসার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতীতে পাকিস্তানি জান্তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্লোগান ছিল, 'বাংলা হবে ভিয়েতনাম।' কৃষি খাতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা বিপুল, তাই আমরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষকদের নিয়োজিত রেখেছি।

ব্যবসায়ী

নুসলিদের ওয়াদিয়া গোষ্ঠীর অধীনে বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে

জিন্নাহর নাতি বিশ্বের বৃহত্তম বিস্কুট কারখানার মালিক!

মুম্বাইঃ ভারতীয় ব্যবসায়ী নুসলির একাধিক সংস্থা রয়েছে। বিস্কুট থেকে বিমান সব সংস্থাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। গত ২২ মার্চ বিশ্বে ধনী ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। 'এমথ্রিএম গ্লোবাল রিচ লিস্ট' অনুযায়ী বিশ্বের অন্যতম ধনী বিস্কুট প্রস্তুতকারী সংস্থার শিরোপা পেয়েছে নুসলির সংস্থা।

যে বিস্কুট প্রস্তুতকারী সংস্থার হাত ধরে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছেছেন নুসলি, সেই সংস্থা এক সময় অধিগ্রহণ করতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল তাকে। সেই কাহিনী বলার আগে বরং নেসের অতীতটা জেনে নেওয়া যাক। ১৯৪৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ে পার্সি ওয়াদিয়া পরিবারে জন্ম নুসলির। তার বাবা নেভিল ওয়াদিয়া এবং দাদা নেস ওয়াদিয়ারও ব্যবসায়ী হিসেবে সুনাম রয়েছে। ব্যবসায়িক পরিবারে বেড়ে ওঠা তার। দাদা, বাবা সকলেই ব্যবসায় নাম উজ্জ্বল করেছেন। বড় হয়ে একই পথ বেছে নিয়েছেন তিনিও। আর তাতে সফলও হয়েছেন। তিনি হলেন নুসলি ওয়াদিয়া। ভারত তো বটেই, বিশ্বেরও অন্যতম বিত্তবান ব্যক্তি তিনি। ব্যবসায়িক পরিবারের সন্তান হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সেদিকেই ঝোঁক ছিল নুসলির। ওয়াদিয়াদের পোশাক প্রস্তুতকারক সংস্থা রয়েছে। ভারতজুড়ে এই সংস্থার খুবই নামডাক।

১৯৬২ সালে ওই সংস্থায় শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন নুসলি। ৮ বছর পর, ১৯৭০ সালে সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে যোগ দেন তিনি।

পরের বছর নুসলি জানতে পারেন যে, সংস্থাটি অন্য এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করবেন তার বাবা। তখন নুসলির বয়স মাত্র ২৬ বছর। নিজের কাঁধে সংস্থা চালাতে তখন মুখিয়ে ছিলেন নুসলি। মা, বোন, বন্ধুবান্ধব এবং মেন্টর জেআরডি টাটার সাহায্যে সংস্থাটির ১১ শতাংশ শেয়ার আদায় করে নেন নুসলি। বিক্রি ঠেকাতে কর্মীদের শেয়ার কেনার আহ্বান জানান। তার পর বাবাকে বুঝিয়ে সংস্থার বিক্রি ঠেকান। ১৯৭৭ সালে সংস্থাটির চেয়ারম্যান হন নুসলি। তার পর থেকেই ব্যবসায়িক দুনিয়ায় রাজত্ব করতে শুরু করেন তিনি। তবে প্রথম থেকেই একটি নামী বিস্কুট প্রস্তুতকারী সংস্থায় নিয়োজিত হওয়ার ইচ্ছা ছিল নুসলির। এই সূত্রেই ওই সংস্থাটি অধিগ্রহণের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সেই সময় ওই সংস্থাটির মালিকানা ছিল আমেরিকার আরজেআর নেবিসকোর। বন্ধু রাজন পিল্লাইয়ের মাধ্যমে নেবিসকোর কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন নুসলি। কিন্তু বিস্কুট প্রস্তুতকারী সংস্থার ভারতীয় শাখার চেয়ারম্যান হিসেবে নুসলির বদলে পিল্লাইকে বেছে নেয় আমেরিকার ওই সংস্থা। ফলে স্বপ্নপূরণ অধরা থেকে যায় নুসলির। পরে প্রতারণার অভিযোগ ওঠে পিল্লাইয়ের বিরুদ্ধে। সেই সময় ওই সংস্থাটি অধিগ্রহণ করেন নুসলি।

নুসলিদের ওয়াদিয়া গোষ্ঠীর অধীনে বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে। ২০০৫ সালে বিমান পরিবহন ব্যবসাতেও পা রাখে তারা। সেখানেও সফল হয়েছে ওয়াদিয়া গোষ্ঠী। নুসলির সম্পত্তির পরিমাণ নেহাত কম নয়! বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে জানা গেছে, নুসলির মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩৮০ কোটি মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৩১ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা। এ তো গেল নুসলির ব্যবসায়িক দিকের কথা। ব্যবসায়িক পরিবারের যোগ্য উত্তরসূরী তিনি ঠিকই। তবে তার আরও একটি পরিচয় রয়েছে। তিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর নাতি। সম্পর্কে জিন্নাহ নুসলির মামাত দাদু (বাপের মামা) হন। ২০০৪ সালে মা, পুত্রদের সঙ্গে পাকিস্তানে গিয়ে জিন্নাহর সমাধিস্থল ঘুরে দেখেছিলেন নুসলি। নুসলির স্ত্রীর নাম মৌরিন ওয়াদিয়া। তিনি এক সময় বিমানসেবিকা ছিলেন। পাশাপাশি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার অন্যতম আয়োজক তিনি। নুসলির দুই পুত্র রয়েছে। তারা হলেন নেস ও জাহাঙ্গীর ওয়াদিয়া।

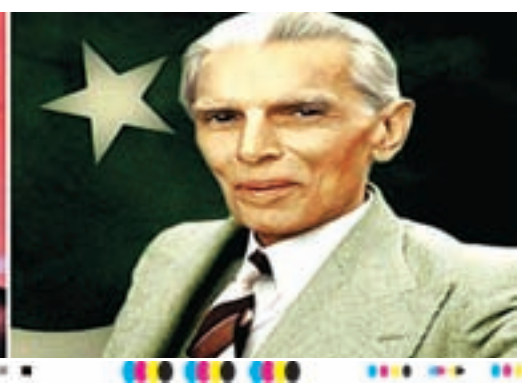

জুন মাসে ডিভিসির তিলাইয়া বাঁধ থেকে জল সরবরাহ করা হবে কোডারমা স্টেশনে ঃ ডিআরএম

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। মঙ্গলবার ধানবাদ রেলওয়ে বিভাগের ডিআরএম কমল কিশোর সিনহা কোডারমা স্টেশন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, আগামী দিনে কোডারমা স্টেশনকে অমৃত কাল যোজনার অন্তর্গত দেশ পর্যায়ের স্টেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এখানে পরিকল্পিত তিন তলা ভবনটির নির্মাণ কার্য আগামী ৬ মাসের মধ্যে শুরু হবে । এই তিনতলা ভবনের নিচতলায় গাড়ি পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। প্রথম তলায় যাত্রীদের যানবাহন এয়ারপোর্টের মতন লাইনে পৌঁছাবে এবং নামার পর যাত্রীরা এই ভবনের পাশের নতুন ফুট ওভার ব্রিজ দিয়ে ১ থেকে ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে আসাযাওয়া করতে পারবেন। দ্বিতীয় তলায় থাকবে রিজার্ভেশন কাউন্টার, জেনারেল কাউন্টারসহ খাবার দাবার ব্যবস্থা, আর তৃতীয় তলায় রেলের বিভিন্ন আধিকারিকদের অফিস ও আরসিটিসি অফিস খোলা থাকবে। এসি ,ননএসি থাকার ব্যবস্থা করা হবে। এর পাশে রেলওয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের কোয়ার্টারও নির্মাণ করা হচ্ছে। গ্রীষ্মকালে কোডারমা স্টেশনে জলের সমস্যা হয়। সেই জন্য ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তিলাইয়া বাঁধ থেকে কোডারমা স্টেশন পর্যন্ত পাইপলাইন বিছানো ও জলের ট্যাংক নির্মাণের কাজ চলছে। পাইপলাইনের প্রায় ৭০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এবং জুন মাস থেকে স্টেশনের প্লাটফর্ম ও কোয়ার্টারে পর্যাপ্ত জল পাওয়া যাবে। ডিআরএম ,কোডারমা স্টেশনের মধ্য দিয়ে ডানকুনি থেকে লুধিয়ানার মধ্যে মালবাহী করিডোরের কাজ পর্যালোচনা করেন এবং মানচিত্রের মাধ্যমে সমস্ত তথ্য নিয়ে বেশ কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছেন। জানা যায় যে কোডারমা স্টেশনে বর্তমানে নির্মিত তিন তলা ভবনটি অদূর ভবিষ্যতে ভেঙে ফেলা হবে । ইতিমধ্যেই পুরনো মাইক্রোওয়েভ টাওয়ারটিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে। পরিদর্শনের সময়, নির্মাণ দফতরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন,সেইসাথে ধানবাদ রেল বিভাগের আধিকারিকগণ, কোডারমা স্টেশনের সিটি আই অরবিন্দ কুমার সুমন, স্টেশন ম্যানেজার রবীন্দ্র কুমার, আরপিএফ ইন্সপেক্টর ইনচার্জ জওহর লাল প্রমুখ ও উপস্থিত ছিলেন।

আশা করা যাচ্ছে যে যাবতীয় পরিকল্পনা গুলি বাস্তবায়িত হলে কোডারমা স্টেশনের নবকলেবর লাভ হবে।

এইএপ্রিলেই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উপহার পাবে ঝাড়খণ্ড, কোডারমা ও হাজারীবাগেও স্টপেজ থাকবে

কোডারমা।এই এপ্রিলে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন উপহার পেতে পারেন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দারা। কোডারমা ও হাজারীবাগেও এর স্টপেজ থাকবে। প্রস্তাবিত বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনটি পাটনা থেকে হাতিয়ার মধ্যে চলাচল শুরু করতে চলেছে যা সপ্তাহে ৬ দিন চলবে। এ জন্য প্রস্তুতি পর্ব ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন রেলওয়ে কতৃপক্ষ।সকালে জনশতাব্দীর পর পাটনা থেকে বন্দে ভারত ট্রেন চালু হবে। আর বিকেলে হাটিয়া থেকে পাটনার উদ্দেশ্যে রওনা হবে। এর ফলে পাটনা থেকে রাঁচির যাত্রা কম সময়ে শেষ হবে। পাটনা থেকে যাত্রা করার পর বন্দে ভারত ট্রেন জেহানাবাদ, গয়া, কোডারমা, হাজারিবাগ টাউন, বারকাকানা, তাতিসিলবই এবং রাঁচি হয়ে হাতিয়া পৌঁছবে। হাতিয়া থেকে আসার সময়ও এই রুটই বজায় থাকবে। তথ্য অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফ্ল্যাগ অফ করবেন। উদ্বোধনের তারিখ পাওয়া মাত্রই যাত্রা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে। এর পর যাত্রীরা রিজার্ভেশন করতে পারবেন। বর্তমানে রেলের কর্মকর্তারা এর বেশি তথ্য শেয়ার করছেন না। বন্দে ভারত ট্রেনটি কোডারমা থেকে তাতিসিলবইয়ের মধ্যে নবনির্মিত রেললাইনে চালানো হবে। এতে পাটনা থেকে হাতিয়ার দূরত্ব প্রায় ৭০ কিলোমিটার কমে যাবে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন টি রাজেন্দ্র নগর টার্মিনালে রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে।

সম্ভাব্য সময় সূচি।

বন্দে ভারত ট্রেন পাটনা থেকে সকাল ৬.৪৫ মিনিটে ছাড়বে এবং দুপুর ১.৪৫ মিনিটে হাতিয়া পৌঁছাবে। দুপুর আড়াইটায় হাতিয়া ছেড়ে রাত ৯.১৫ মিনিটে পাটনা পৌঁছাবে। এর সর্বোচ্চ গতি ১৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা স্থির করা হয়েছে। যদিও প্রাথমিকভাবে এটি চালানো হবে কম গতিতে। প্রথম দিকে পাটনা থেকে হাটিয়া পৌঁছাতে সময় লাগবে ৭ ঘণ্টা। এটি পূর্ণ ক্ষমতায় চলতে শুরু করলে সময় লাগবে মাত্র ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা। বর্তমানে স্থানীয় জনগণ অধীর আগ্রহে উদ্বোধনের দিন গুনছেন।

ইসলামপুর ব্লকের দিদির দূত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে আজ দিদির সুরক্ষা কবজ,দিদির দূত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো।উপস্থিত ছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়া লাল আগরওয়াল,অঞ্চল সভাপতি ইদ্রিস আলী,তৃণমূল নেতা মোহাম্মদ বুদু সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব।জেলা সভাপতি কানাইয়া লাল আগরওয়াল বলেন দিদির দূতরা বাড়ি বাড়ি যাবেন পনেরোটি প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছে কিনা সেটা দেখবে। তিনি আরো বলেন এক তারিখ থেকে দুয়ারে সরকার চালু হচ্ছে। আরো বলেন অনেকে বলছেন তারা বিভিন্ন সরকারি সুবিধা পেয়েছেন,অনেকে দরখাস্ত করেননি, তাদের উদ্দেশ্যে জেলা সভাপতি বলেন দরখাস্ততা করুন।তৃণমূল নেতা মোহাম্মদ বুদু বলেন আমরা কাজ করেছি সামান্য যদি কোথাও কাজ বাকি থাকে সেগুলো করে দেব আজ এই কর্মসূচি কি ঘিরে সাধারণ মানুষের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। তৃণমূল নেতা ইদ্রিস আলী বলেন জেলা সভাপতির যে এলাকায় ঘুরছেন তাতে ব্যাপক প্রভাব পড়বে কারণ বিরোধী পার্টিরা শূন্য হয়ে যাবে। কারণ আমরা কাজ করেছি ডেভেলপমেন্ট করেছি।

আগুনে পুড়ে ছাই গ্রামের আটটি ঘর, পুড়ে মৃত্যু গবাদি পশুর,ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য

মালদা ঃ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, এক নিমেষে পুড়ে ছাই হলো একটি গ্রামের সারি সারি ৮ টি বসত বাড়ি।ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদহের চাঁচলের ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোগারপাড় গ্রামে।অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্ব খুইয়ে খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই অসহায় পরিবার গুলির।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে ঘোগাড়পাড় গ্রামের বাসিন্দা জাব্বার আলীর বাড়ির রান্না ঘরের উনুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত।জব্বার আলীর পুত্রবধূ উনুনে রান্না চাপিয়ে দোকানে সামগ্রী কিনতে যান। সে সময় বাতাসের গতি তীব্র থাকায় নিমেষেই উনুনের আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবেশী বাড়ি গুলিতে।ওই এলাকার সিরাজ উদ্দিন, আকিমুল,আটুল, সহ মোট আটজনের বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

চাঁচলে অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র খবর দেওয়া হলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছায় গ্রামে।তবে বৈদ্যুতিক তার থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেনি দমকল।এক কিমি দূর থেকে ভ্যানে করে দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে হয়।যদিও বাসিন্দারাও পুকুর এবং সাব মার্সাল থেকে জল নিয়ে আগুন নেভানোর কাজে ঝাপিয়ে পড়েন।

ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি,ঘরে মজুত নগদ টাকা সহ খাদ্যদ্রব্য, ধান,চাল,মোটরবাইক,পাট সহ পোশাক এবং অন্যান্য সামগ্রী সহ সবকিছুই আগুনের গ্রাসে চলে যায়।এবং কয়েকটি গবাদি পশুও পুড়ে মারা যায়।

আটটি পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় কুড়ি লক্ষাধিক টাকার বেশি বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান।এমতাবস্থায় তারা পাশের দ্বি ফসলি মাঠে খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছেন।এদিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরেই সরকারি সাহায্যের আশায় ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন অসহায় দুর্গতরা। স্থায়ীভাবে মাথা গোঁজার জন্য বাংলা আবাস যোজনার দাবি করেছেন প্রশাসনের দরবারে।

যদিও চাঁচল ১ নং ব্লকের বিডিও সমীরন ভট্টাচার্য বলেন, সরকারিভাবে আবেদনের ভিত্তিতে অসহায় দুর্গতদের সাহায্য করা হবে।

১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার সোনাসহ গ্রেফতার ৩ জন, দুবাইয়ের সোনা শিলিগুড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উত্তরপ্রদেশে

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি থেকে বৃন্দাবনে পাচার হওয়ার কথা ছিল কোটি টাকার সোনা।তাঁর আগেই তিনজনকে গ্রেফতার করলো ডিআরআই।ধৃতদের নাম মুরারিলাল সোনি, সোনপাল সাইনি এবং শ্রী বৈজু।মুরারিলাল রাজস্থানের বাসিন্দা এবং বাকি দুজন মথুরার বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট মোড়ে অভিযান চালিয়ে একটি চার চাকার গাড়ি আটক করে তল্লাশি নেয় ডিআরআই।তল্লাশিতে গাড়ির ভেতরে একটি বিশেষ চেম্বার পাওয়া যায়।এরপর সেই চেম্বার খুলতেই সেখান থেকে ২৩ পিস সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়।যার কোনো বৈধ নথী ছিল না।ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেফতার করে ডিআরআই।ডিআরআই পক্ষের আইনজীবী ত্রিদীপ সাহা জানান, ডিআরআই একটি গাড়ি থেকে ২ কেজি ৬৬৮ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে।যার বাজারমূল্য ১ কোটি ৫৭ লাখ টাকার বেশি।উদ্ধার হওয়া সোনা দুবাইয়ের। ধৃতরা শিলিগুড়ির ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাজকুমার আগরওয়ালের কাছ থেকে বিদেশী সোনা কেনার জন্য একটি চুক্তি করে।এরপর ব্যক্তিকে কিছু টাকাও দেয় তারা।এরপর সোনা নেওয়ার জন্য বৃন্দাবন থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছায়।সোনা নিয়ে বৃন্দাবন যাওয়ার আগেই ডিআরআই দল তাদের গ্রেফতার করে।আজ ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।ধৃত ৩ জনের বয়ানের ভিত্তিতে রাজকুমার আগরওয়ালের বাড়িতেও অভিযান চালানো হয়।সেখান থেকে ২৪ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা উদ্ধার হয়।তবে রাজকুমার আগরওয়াল পলাতক।

পর্যবেক্ষক হয়ে আলিপুরদুয়ারে এক বেসরকারি হোটেলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেন গৌতম দেব

আলিপুরদুয়ার ঃ শিলিগুড়ি পুরোনিগমের মেয়র তথা উত্তরবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা গৌতম দেব পর্যবেক্ষক হয়ে রবিবার আলিপুরদুয়ারে এক বেসরকারি হোটেলে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের নিয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেন। এই আলোচনা সভায় মুখ্য নেতৃত্বে ছিলেন গৌতম দেব।আলিপুরদুয়ার এর তৃনমূল কংগ্রেসের সব নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য এই জেলায় লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফল আশানুরূপ হয়নি।স্বাভাবিক ভাবেই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই জেলায় কোনোরম ঝুঁকি নিতে চাইছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সূত্রের পাওয়া খবর অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার সাংগঠনের বাড়তি দ্বায়িত্ব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গের এই দাপুটে নেতাকে।এদিন গৌতম দেব বলেন বাম আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে বেশী দুর্নীতি হয়েছে।এখন তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে বাম কংগ্রেস জোট করছে।পাশাপাশি বিজেপি প্রচ্ছন্ন ভাবে বাইরে থেকে সমর্থন করছে।তাসত্ত্বেও তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকাতে পারবেনা। আমি দুই জেলার অঞ্চল স্তরগুলোতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করবো।রাজ্য সরকারের একাধিক উন্নয়ন মূলক প্রকল্প এবং দিদির সুরাক্ষা কবচ সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরবো।এটাই আমাদের নির্বাচনের মূল হাতিয়ার। গৌতম দেব আশাবাদী তিনি ব্লক ধরে ধরে কাজ করবেন।১০ শতাংশ গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে।তা মিটে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বানেশ্বরের শিব মন্দিরের প্রধান দুয়ারে সামনে থেকে ১৭ টি মোহনের ডিম উদ্ধার

কোচবিহার ঃ বানেশ্বরের শিব মন্দিরের প্রধান দুয়ারে সামনে পড়ে থাকা বালির স্তূপ থেকে ১৭ টি মোহনের ডিম উদ্ধার করে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা।কোচবিহারের মোহন রক্ষা কমিটি এবং আরো কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বালেশ্বরের মোহন নিয়ে দিনরাত কাজ করে চলেছে।মূলত তাদের উদ্যোগেই সেই ডিম গুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে স্থানীয় পুকুরের ধারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রাখা হয় যাতে প্রত্যেকটি ডিম থেকে পুনরায় মোহনের বাচ্চা ফোটানো সম্ভব হয়।

কালীমন্দির ও হনুমান মন্দিরে পুজোর পর দিদির রক্ষা কবচ কর্মসূচি

মালদা ঃকালীমন্দির ও হনুমান মন্দিরের পুজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে যোগ দিলেন ইংরেজবাজার পৌরসভার ৬ তৃণমূল কাউন্সিলর। রবিবার সকালে ইংরেজবাজার পৌরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপাড়া এলাকায় হনুমান মন্দির ও কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে দিদির সুরক্ষা কবচের প্রচার করেন বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুমলা আগারওয়াল, ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মনীষা মন্ডল, ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর পলি সরকার, ২৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর সুজিত সাহা, ২৫ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর কাকলি কর্মকার, ২৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ছবি ও লেখা সহ ঝোলা ব্যাগ ব্যবহার করেন দিদির দূতেরা। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরতে লিফলেট বিলি করেন দিদির দূতেরা।

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

কোচবিহার ঃ রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজের প্রতিবাদে আজ কোচবিহার হাসপাতাল মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কংগ্রেস কর্মীরা। অবরোধের জেরে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয় গোটা এলাকায়। এদিন দুপুর দুটো নাগাদ কংগ্রেস কর্মীরা এই পথ অবরোধ শুরু করে। প্রায় ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে সেই অবরোধ। অবরোধের জেরে ব্যপক যানজটের সৃষ্টি হয়।জানা যায় প্রথমে দু বছরের জেল এবং তারপর রাহুল গান্ধির সংসদের সদস্যপদ খারিজ এই দুইয়ের ধাক্কায় কার্যত এই মুহূর্তে জাতীয় কংগ্রেস শিবিরে টালমাটাল অবস্থা।এই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে কংগ্রেস এবার পালটা প্রতিবাদ শুরু করতে চলেছে বলে জানা গেছে।লোকসভা নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজের সিদ্ধান্ত ঘিরে এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়েছে।

শিলিগুড়ির ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভানুনগর এলাকার রাস্তা বেহাল, পথ অবরোধ বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ ৭ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভানুনগর এলাকার রাস্তা।একাধিকবার রাস্তা মেরামতের দাবি জানানো হলেও কোন সুরাহা হয়নি।সোমবার পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো এলাকাবাসীরা।গত ৭ বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় রয়েছে।রাস্তার মধ্যে বড়ো বড়ো গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।বর্ষার সময় রাস্তায় অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায়।এদিকে এই রাস্তা দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করে।এরফলে সমস্যায় পড়তে হয় তাদের।প্রায়শই ছোট বড়ো দুর্ঘটনা ঘটতেই থাকে।স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও রাস্তা মেরামত হয়নি।ভোটের আগে রাস্তা মেরামতের আশ্বাস দেওয়া হলেও এখনও অবধি কোন কাজ হয়নি।এই কারণে আজ পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা।এদিকে শীঘ্রই রাস্তাটি মেরামতের কাজ শুরু করবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। কিছুদিন আগেই মেয়র গৌতম দেব রাস্তাটির কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। খুব শীঘ্রই সেই রাস্তাটির কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে

শিলিগুড়িতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় থাকছে ৮১টি ট্যাবলো, জোর প্রস্তুতি শহরে

শিলিগুড়ি ঃ ৩০শে মার্চ রামনবমী উপলক্ষে শ্রী রাম নবমী মহোৎসব সমিতির তরফে বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।সোমবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন শ্রী রাম নবমী মহোৎসব সমিতির সদস্যরা। আগামী ৩০শে মার্চ শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি হনুমান মন্দির থেকে সকাল ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ শুরু হবে শোভাযাত্রা।শোভাযাত্রাটি মহাত্মাগান্ধী মোড় হয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে এসএফ রোডের হিন্দি হাইস্কুলে শেষ হবে।চম্পাসারি, শিবমন্দির,বাগডোগরা, ফাঁপড়ি, ফুলবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে শোভাযাত্রা বেরিয়ে মূল শোভাযাত্রার সঙ্গে মিলিত হবে।নিরাপত্তা, অ্যাম্বুলেন্স সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা থাকবে।শোভাযাত্রায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ৮১ টি ট্যাবলো। আযোধ্যার রাম মন্দির, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, মথুরার শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি ট্যাবলোর মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।শোভাযাত্রায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অখিল ভারতীয় সংযুক্ত সম্পাদক শ্রী সুরেন্দ্র কুমার জৈন।এদিন শ্রী রাম নবমী মহোৎসব সমিতির সভাপতি দেবব্রত মিত্র বলেন,রামনবমী শোভাযাত্রায় ৫ লক্ষ মানুষ অংশগ্রহণ করবেন।শোভাযাত্রায় ৮১টি ট্যাবলো থাকবে।যা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করবে।পাশাপাশি ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থাও থাকছে।

যাত্রীবাহী বাস ওভারটেক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীসহ অনেক আহত

শিলিগুড়ি। দুটি যাত্রীবাহী বাসের রেষারেষি।নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি বাস।ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুরের মাদাতি টোলপ্লাজার সামনে এই ঘটনা ঘটে। জানা গিয়েছে, এদিন বিধাননগর থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে আসছিল দুটি বাস।মাঝপথে দুটি বাসের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়।এরপর একটি বাস আরেকটি বাসকে ওভারটেক করার সময়ই দুর্ঘটনা কবলে পড়ে এবং উল্টে যায় একটি বাস।ঘটনায় ২ জন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী গুরুতর জখম হয়।আরও ১০ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও অন্যান্য যাত্রীরা আহত হয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।আহতদের উদ্ধার করে বিধাননগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।এদিকে গুরুতর জখম পরীক্ষার্থীদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক বাসের চালক।গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পৌরসভার বোর্ড সভায় রাস্তা সমস্যা নিয়ে আলোচনা

শিলিগুড়ি ঃ সোমবার দুপুর ১ টা নাগাদ শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল পুরনিগমের বোর্ড মিটিং। এই মিটিংয়ে শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিক সমস্যা নিয়ে মোশন আনেন বিরোধীরা। এর জবাবে মেয়র গৌতম দেব বলেন, যানজট সমস্যা মোকাবেলায় ধীরে ধীরে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পুরোনো সরকারের অপরিকল্পিতভাবে তৈরি করা শহরের ফলে এই পরিস্থিতি। যানজট মোকাবেলায় বিভিন্ন জায়গায় ব্রীজ তৈরি করা হচ্ছে, পার্কিং তৈরি হবে। সময়ের সাথে সাথে ই সমস্যা সমাধান করা হবে।

খড়িবাড়িতে ব্লক কংগ্রেস অফিসের সামনে বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃ রাহুলগান্ধী সাংসদের সদস্য পদ খারিজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামল কংগ্রেসের ব্লক কমিটি। রবিবার খড়িবাড়ির ব্লক কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কংগ্রেসের চেয়ারপার্সন নবনিতা তীকি, সভাপতি মঞ্জু সিনহা, খড়িবাড়ির ব্লক যুব কংগ্রেসের নেতা মানিক বর্মন সহ অন্যান্যরা।

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিল করার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ কংগ্রেসের

শিলিগুড়ি ঃ সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ বাতিল করার দাবিতে শিলিগুড়ির হাশমি চকে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস। শনিবার হাশমি চকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশ পুতুল দাহ করে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখায় দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের নেতা কর্মীরা। জানা যায় এদিন কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়।মিছিলটি শিলিগুড়ির হাসমি চক থেকে শুরু হয়ে হিলকার্ড রোড ধরে ফের হাসমি চকে এসে শেষ হয়। এরপর হাসমি চকে বসে বিক্ষোভে সামিল হয় দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকেরা।দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক জীবন মজুমদার জানান,সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী বিরোধী রাজনৈতিক দলের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এই স্বৈরাচারী বিজেপি সরকার। বিজেপির এই অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আগামীদিনে আমাদের আন্দোলন আরও ব্যপক হবে।তিনি আরও বলেন, যতদিন না পর্যন্ত রাহুল গান্ধীকে নিঃশর্ত ভাবে তার সাংসদ পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয় ততদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ জুড়ে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে লাগাতার আন্দোলন চলতে থাকবে।

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ হওয়ায় ট্রেন আটকে বিক্ষোভ দেখালো কংগ্রেস

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাহুলের সাংসদ পদ খারিজের বিরোধিতায় দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে কংগ্রেসের।এদিন রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ হওয়ায় বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে রায়গঞ্জ রেলস্টেশনে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ দেখালো কংগ্রেস।এদিন রায়গঞ্জ রেল স্টেশনে প্রায় আধ ঘন্টার বেশি সময় ধরে ট্রেন আটকে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস।রায়গঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে জানা গেছে।রাধিকাপুর তেলতা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়।ট্রেন আটকানোয় যাত্রীদের কিছুটা হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়।কংগ্রেসের জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, গতকাল পার্লামেন্ট অনৈতিকভাবে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করেছে বিজেপি, তারই বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে আন্দোলন চলছে।রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ ফিরিয়ে না দিলে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে জাতীয় কংগ্রেস।

দুইজন বাংলাদেশী নাগরিক গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি ঃ গতকাল সন্ধ্যাবেলা গোপন সূত্র খবর মারফত ভক্তিনগর থানার পায়েল সিনেমা মোড় ট্রাফিক পোস্টের কাছে দুইজন বাংলাদেশী নাগরিক গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। যাদের নাম রতন মন্ডল বয়স ৩৩ এবং মানিক মন্ডল বয়স ৩১ যাদের বাড়ি পুরান বাজার, মাদারিপুর থানা ঢাকা, বাংলাদেশ। সম্পর্কে এরা দুই ভাই। হায়দার পাড়ায় গত ছয় মাস যাবত ভাড়া থাকতো পুলিশের জিজ্ঞাসা বাদে এরা কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত চলছে। আজ দুজনকে জলপাইগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ফাল্গুনে যায়নি দেখা বসন্তের সেই রূপ

বোলপুর ঃ ১৪২৯-এর ফাল্গুন বিদায় নিল। চিরাচরিত নিয়মে ফাল্গুন আসে বসন্তকে সঙ্গে নিয়ে। এবারও এসেছিল তেমনভাবেই। তবে বাংলার বসন্তপ্রিয় মানুষ কি আবাহন করতে পেরেছে বসন্তকে আগের মতো? পারেনি অনেকেই।

যারা এ ঋতুটিকে পয়লা ফাল্গুনে উদযাপন করেছে, তারাও কি তা করতে পেরেছে আনন্দচিত্তে? সাধারণভাবে সবার কাছে ধরা দেয়নি এবার বসন্ত আগের রূপে।

বসন্ত বাসন্তী হয়ে উঠতে পারেনি অনেকের হৃদয়ে। আগের মতো মৃদুমন্দ দখিনা সমীরণ উতলা করতে পারেনি বাঙালি হৃদয়, যে হৃদয় সারা বছর অপেক্ষায় থাকত বসন্তের আগমনের জন্য, কোকিলের সুমধুর কুহু কুহু ডাক শোনার জন্য, চারদিকে প্রস্ফুটিত ফুলের কুঞ্জ দেখার জন্য, পুষ্পে পুষ্পে মঞ্জুরিত বাগানে চিরসুখী চঞ্চল প্রজাপতির ডানা ছড়িয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে ভেসে প্রফুল্ল চিত্তের নাচন দেখে নয়ন জুড়ানোর জন্য।

এ হৃদয় আর এখন আগের মতো ফাল্গুনের আগমনে উদাস হয় না, ভালোবাসার ছন্দে হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে না বসন্তকে। ফাল্গুন আর বসন্ত একাকার হয়ে যায় না।

বসন্ত লুকিয়ে থাকে ধুলায় ভরা বৃক্ষের আড়ালে, ধূসরিত ফুলের বাগানের পেছনে, ধুলায়-দূষণে নাকাল প্রকৃতির দুঃখভরা নিশ্বাসের অন্তরালে।

এখন আর দূষণে দূষণে সিক্ত অবসাদের শহরে, গাছপালাবিহীন সবুজহারা নগরে শোনা যায় না কোকিলের কুহুতান, কারও অন্তরে অনুরণিত হয়ে ওঠে না কোনো রাখালের মনকাড়া বাঁশির পাগলপারা সুর।

শহুরে নাগরিকদের বিবর্ণ শহরে ফাল্গুন লাগে না বনে বনে, ফুলে ফুলে পাতায় পাতায়। গানে গানে মেতে ওঠে না আগের মতো গাছপাখি সৃষ্টি হয় না কারও দৃষ্টিতে আর আগের মতো গোলাপ ফুল। গানে গানে উদাস হয় না নিখিল, রঙে রঙে রঙিন হয় না ধোঁয়াশা আকাশ।

বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে নগরকন্যারা এলোমেলো ধুলাময় বাতাসে উড়ায় না শাড়ির আঁচল, বসন্ত আসে না দুই চোখে মেখে দিতে ভালোবাসার কাজল। পোড়খাওয়া মানুষদের কণ্ঠে ঝংকৃত হয় না 'বসন্ত বাতাসে সই গো বসন্ত বাতাসে, বন্ধুর বাড়ির ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে।'

আগের মতো গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে না 'বসন্ত এসে গেছে বাতাসে বহিছে প্রেম, নয়নে লাগিল নেশা' কিংবা 'পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়, রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন ধায়।' মন হয় না আপনহারা হয় না বাঁধনছেঁড়া। ফাগুনের আবির মেখে প্রকৃতি দেয় না ধরা আপনরূপে।

ফাল্গুন কি শুধুই ধুলায় মলিন? তার সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে জনজীবনের প্রতিটি পরত। আক্রায় বিবর্ণ-বিধ্বস্ত জনজীবন। ঝটিতে হানা দেওয়া করোনা মহামারির ছোবলের বিষ হজম করে উঠতে না উঠতেই সারা বিশ্বের সব দেশ ছোবলে পড়েছে সাম্রাজ্যবাদী চক্রের,

অস্ত্রবিক্রেতা আর হিংসা চরিতার্থ করার প্রতিযোগিতায় নামা গডফাদারদের। তাদের কারসাজিতে লেগে যাওয়া যুদ্ধের জাঁতাকলে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের বুকে বসে গেছে এক ভয়ংকর জগদ্দল পাথর, যে পাথরের চাপে পিষ্ট অর্থনীতি, ক্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্য, সংকুচিত শিক্ষা, আড়ষ্ট সবকিছু। চারদিকে সংকট আর সংকট-জ্বালানি সংকট, উৎপাদন সংকট, মুদ্রাস্ফীতি সংকট, আয়-রুজির সংকট, আর এসবের ফলে তীব্র খাদ্য সংকট।

সংকটের আবর্তে বন্দিজীবন। নগরজীবনে আছে আরও বাড়তি সংকট। ঢাকাসহ ছোটবড় সব কয়টি শহরে গিজগিজ করছে মানুষ। বেড়েছে গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের তীব্রতা। বেশিরভাগ শহরে নেই কোনো সুপরিকল্পিত রাস্তা। 'গ্যাসবোমার' ওপর বসে থাকা রাজধানী শহর এখন 'খ্যাত' হয়ে গেছে বিস্ফোরণের শহর হিসাবে। রিকশার শহর হিসাবে আগের খ্যাতি তো একটুও কমেনি।

শুধু দূষণেই ঢাকা এক নম্বরে নয়, নোংরা-ময়লা-দুর্গন্ধেও সম্ভবত শীর্ষে। গণপরিবহণের অরাজক পরিস্থিতিও বহু পুরোনো। বিল্ডিং কোড না মেনে অপরিকল্পিতভাবে দালানকোঠা নির্মাণের দিক থেকে ঢাকা কত নম্বরে, সে তথ্য না থাকলেও খুব যে ভালো অবস্থানে নেই তা সহজেই অনুমেয়। কোনো রাস্তায় যদি একবার খোঁড়াখুঁড়ি শুরু হয়, সেখানে চলে ধুলাবালির তাণ্ডব। এ তাণ্ডব চলতেই থাকে, দেখার কেউ নেই।

পণ্যমূল্য প্রায় প্রতিদিন বাড়ছে। নিয়ন্ত্রণ নেই কোথাও। পরিষেবার দাম বহুগুণ বেড়ে গেছে। নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, বরং সংকুচিত হচ্ছে দিন দিন। প্রায় সর্বত্র সিন্ডিকেট, সংঘবদ্ধ-দলবদ্ধ প্রতারণা। বাটপার, জালিয়াত চক্রের অরণ্য এখন রাজধানী শহর। চারদিকে মানবসৃষ্ট দুর্যোগ।

সব সংকটের মূলেও মানুষ। দিন দিন সোনার হরিণ হয়ে যাচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। অথচ মানুষের আয়ের গতি ছুটছে পেছনে আর ব্যয়ের গতি ছুটছে সর্পিল গতিতে সামনের দিকে। মানুষের কাছে পৃথিবীটা হয়ে যাচ্ছে গদ্যময়। ঝলসানো রুটির মতো মনে হয় না পূর্ণিমার চাঁদটাকে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা আকাশ ভেদ করে চাঁদটাকে মনে হয় ফ্যাকাসে রুটির চিলতে।

এত কিছুর মধ্যে গভীর মন্দার সাগরে হাবুডুবু খাওয়া মানুষ কীভাবে কোথায় খুঁজে পাবে ফাল্গুন হাওয়ায় ভর করে আসা বসন্তকে? বসন্তই বা কীভাবে সৌরভ ছড়াবে এমনতরো নুয়েপড়া অন্তরের মানুষের কাছে? যাদের চোখে নিত্য জলোচ্ছ্বাস, কীভাবে বসন্তের আগমনে উদ্বেলিত হবে তাদের উচ্ছ্বাস? নগরবাসীরা এখন পলাশের মাসে ধুলায় আর প্লাস্টিকের অতি ক্ষুদ্র কণায় ভরা মলয় বাতাসে ছাড়ে শুধুই দীর্ঘশ্বাস।

এরা চায়ের সঙ্গে ধুলা খায়, নাসারন্ধ্রে বিষ টানে, ফুসফুসে বিষ ছড়ায়। তাই ফাল্গুনের রঙিন বিহ্বল নেশা তাদের নিতে পারে না কোনো খোয়াবের আকাশে। প্রজাপতির রংবেরং ডানা নগরবাসীর আকাশ-চাওয়া চোখে মেখে দিতে পারে না রঙিন স্বপ্ন। নিত্য ক্ষয়ে যেতে থাকা হৃদয়ে 'অবাক জোছনা ঢুইকা পড়ে হাত বাড়াইয়া ডাকে' না। ধরা দেয় না বসন্ত তার বাসন্তী রং নিয়ে।

প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে অনেক, নিয়ে যায়নি কিছুই। আমরাই প্রকৃতির শ্যামল-সবুজ গায়ে লোভের ছোবল মেরেছি, গাছপালা উজাড় করে ইট-পাথরের দেওয়াল তুলেছি, রাঙামাটির চরণে বর্জ্যরে নহর বইয়ে দিয়ে ড্রেনগুলোর চলার গতি স্তব্ধ করে দিয়েছি, ফুটপাতে পসরা সাজিয়েছি, অপরিকল্পিতভাবে রাস্তা খুঁড়ে গর্ত বানিয়েছি,

রাস্তার মাটিকে ধুলারূপ দিয়ে ফাল্গুনের হাওয়ার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, যত্রতত্র পলিথিন ফেলে নগর-পরিবেশকে ছিন্নভিন্ন করেছি, এককালের তিলোত্তমা বুড়িগঙ্গাকে কালোত্তমা করে ছেড়েছি, তুরাগকে নদীখেকো অজগরদের গ্রাস বানিয়েছি, আর হাট-বাজারকে বেপরোয়া যৌতুকলোভীদের মতো অযৌক্তিক মুনাফালোভী সংঘবদ্ধ লুটেরাদের হাতে তুলে দিয়েছি।

এসবের মধ্য দিয়ে আমরা বসন্তকে অরণ্যের দিকে তাড়িয়ে দিয়েছি যেখানে ফাল্গুন আছে, ফাল্গুন থাকবে তার মলয় বাতাস নিয়ে, ধারণ করবে বাসন্তীকে আনন্দ-শিহরণে।

নগরবাসীর হৃদয় তো এখন সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। শীত বোঝে না, তাপ বোঝে না। শরীর-মন এখন সবকিছু সয়ে সয়ে নির্বাক হয়ে আছে। জন্ম থেকে পাওয়া সবাক জীবন এখন অবাক চলচ্চিত্র।

তবুও মন স্বপ্ন দেখে। নিস্ফল জেনেও আবেদন করে, নিবেদন করে এবং প্রত্যাশা করে। আশা করে, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় যারা জনমানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত তাদের সুমতি হবে, প্রশাসন জনতান্ত্রিক হয়ে ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমাদের পুরোনো দিন ফিরে আসবে।

আকাশ ধোঁয়াশা কাটিয়ে শুভ্রোজ্জ্বল হবে, কাশবনে সাদারা লুটোপুটি খেলবে, প্রাণবন্ত কন্যারা আবার জেগে উঠবে, প্রাণবন্ত হবে, হলুদ মুকুট খোঁপায় লাগিয়ে বাসন্তী সাজে ঘুরে বেড়াবে। হলুদ পাঞ্জাবি গায়ে হাতে গোলাপ নিয়ে তরুণরা অপেক্ষায় থাকবে প্রিয়জনের আগমনের আশায়। সবাই কোলাহলমুখরিত প্রশান্ত মন নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারব চিরসবুজ বসন্তকে।

করোনা আর যুদ্ধের দামামার মধ্যেও আমরা কম পাইনি কিছু। পাইনি শুধু বসন্তে নেচে ওঠার স্বপ্নসুখ। একদিন পাব বসন্তকে আপন করে, যদি আমরা দেশের ৯৫ শতাংশ সম্পদ ৫ শতাংশ মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় বাধার বিন্দাচল হয়ে অটল দাঁড়াতে পারি, সম্পদের সুষম বণ্টনের পথে প্রতিবন্ধকতাগুলো নির্মূল করতে পারি, জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় স্ফীত হওয়া কর্তাব্যক্তিদের দিয়ে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করিয়ে নিতে পারি, রাস্তায় রাস্তায় কাজের নামে খানাখন্দ তৈরি করে মাসের পর মাস ফেলে রাখার বাজিকরদের মুখ থুবড়ে দিতে পারি, পরিবেশ নষ্টকারক পণ্য উৎপাদন বন্ধ করতে পারি, গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে সুস্থ-সবল করতে পারি, নাকেমুখে কাপড় গুঁজে আর মুখে মাস্ক পরে দমবন্ধ অবস্থায় রাস্তায় চলার ব্যাপারটিকে সেকেলে করে দিতে পারি, শহরের বেদখল হয়ে যাওয়া খালগুলোকে পুনরুদ্ধার করে জনগণের জন্য আবার সচল করে দিতে পারি, রাস্তাঘাট-পার্ক বাগানগুলোকে ধুলামুক্ত করতে পারি আর নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর মূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসতে পারি।

যদি পারি, আবারও বলছি যদি পারি, তাহলে হয়তো আগামী কোনো এক ফাল্গুনে আবারও বসন্তের দেখা পাব। বাসন্তী রঙে সেজে আগুনঝরা ফাগুনে আমাদের প্রজন্ম গেয়ে উঠবে ঃ 'ফাগুন এসেছে বনে বনে, ফাগুন এসেছে নয়নে নয়নে, বসন্ত বাজাইছে বাঁশি কোকিলের কুহুতানে।'

বায়ুদূষণ নিরসনে দরকার বিজ্ঞানসম্মত উদ্যোগ

কলকাতা ঃ বায়ুদূষণ বর্তমান বিশ্বের একটি মারাত্মক পরিবেশসংক্রান্ত হুমকি এবং তা নিরসন করা মানবজাতির সামনে একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ। বস্তুত এটি ভবিষ্যতে মানবজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একটি বড় লড়াই। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে দরকার সর্বজনীন ঐক্য, নৈতিক শক্তি, সৃজনশীলতা ও বৈশ্বিক অর্থায়ন। বায়ুদূষণের নির্ভরযোগ্য তথ্য নিয়ে বিশ্বের পরিবেশবিদ ও তথ্যবিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশ্লেষণ এবং তা প্রকাশ করছেন, যাতে আমরা যার যার দেশের বায়ুদূষণের মাত্রা সঠিকভাবে জানতে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি। বিশেষ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) গৃহীত বায়ুমান নির্দেশক গাইডলাইনের আলোকে আমরা বায়ুবাহিত বস্তুকণা, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ, তার সঠিক পরিমাপ করতে পারি। ডব্লিউএইচও নির্ধারিত বস্তুকণার গড় বার্ষিক ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রামের নিচে থাকতে হবে, যদিও এ ঘনত্বের নিচেও অনেক ধরনের দুরারোগ্য শ্বাসজনিত ব্যাধি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। নিবন্ধটি সহজপাঠ্য করার লক্ষ্যে যথাসম্ভব অপ্রযুক্তিগত ও সহজ ভাষায় লেখার চেষ্টা করছি। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (AQI) পরিসংখ্যান ব্যবহৃত হয় বায়ুদূষণের মাত্রা সাধারণ মানুষকে বোঝানোর ও সতর্কীকরণ সংকেত দেওয়ার জন্য, যা জানাটা জনগণের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মনে করি। বায়ুদূষণের মাত্রা নির্ধারণের একককে AQI দিয়ে প্রকাশ করা হয়। বাতাসের বিশুদ্ধতা মাপার কাজে এ এককটি ব্যবহার করছে যুক্তরাষ্ট্রের এনভায়রনমেন্ট প্রটেকশন এজেন্সি (EPA)। AQI-এর মান সর্বনিম্ন ০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুদূষণের মাত্রা বাড়ে। সাধারণত এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সের মান ৫০-এর নিচে হলে তা নিরাপদ বায়ু বোঝায়। অন্যথায় AQI এর মান ৩০০'র বেশি হলে তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বায়ু হিসাবে পরিগণিত হয়। AQI -এর মান সাধারণত ছয় ভাগে বিভক্ত এবং এর প্রতিটি ভাগের সঙ্গে মানবদেহের বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা সম্পর্কযুক্ত। এ ছয়টি ধাপকে ছয়টি বিভিন্ন রঙে প্রকাশ করা হয়। এ রঙের মাধ্যমে আমরা কোনো অঞ্চলের বায়ুর মান ঝুঁকিপূর্ণ সীমা অতিক্রম করছে কিনা তা সহজেই নির্ণয় করতে পারি।

বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝা ও হৃদয়ঙ্গম করার জন্য বাতাসে ভাসমান কিছু রাসায়নিক যৌগ গ্যাস যেমন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, ওজোন, কার্বন মনোঅক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইড সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন বলে মনে করি। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড হলো নাইট্রোজেন অক্সাইড যৌগ গ্যাসের মধ্যে একটি। বাতাসে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি প্রাকৃতিক কারণে হয় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার থেকে আগত অথবা বজ পাত থেকে উদ্ভূত উৎস থেকে। তবে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি এর উপস্থিতির উৎস হলো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, গাড়ি-বাস-ট্রাক এবং অন্যান্য অফরোড সরঞ্জাম যেমন বুলডোজার, ড্রেজার,

ক্রেন, ব্যাকহো লোডার ইত্যাদি যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি। নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড স্বল্প সময়ের জন্য শ্বাসনালিতে গেলে হাঁপানি রোগ বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘ সময়ের জন্য শ্বসন করলে হাঁপানি রোগসহ ফুসফুসের সংক্রামক রোগ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে হাঁপানি রোগী, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি।

মুক্ত বাতাসে ওজোন অণুর উপস্থিতি অত্যন্ত ক্ষতিকর। ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি ওজোন তৈরি হয় নাইট্রোজেন অক্সাইড ও উদ্বায়ী জৈব মিশ্র পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। অন্যদিকে প্রাকৃতিকভাবে ওজোন স্তর, যা স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরের ১৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার উচ্চতায় অবস্থিত, তা পৃথিবীপৃষ্ঠে সৃষ্ট জীব, জানোয়ার, গাছপালা ও মনুষ্যকুলকে সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করছে। তবে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ধরনের রাসায়নিক পদার্থের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে, বিশেষ করে সিএফসি (ক্লোরোফ্লোরোকার্বন), যা অতিমাত্রায় রেফ্রিজারেটর ব্যবহারের ফলে হচ্ছে, ওজোন স্তরে ক্ষয় ও বিশাল ছিদ্র তৈরি হচ্ছে। এটি মানবদেহের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাবসহ ভূপৃষ্ঠের উষ্ণতা ও পরিণতিতে গ্রিনহাউজ প্রভাব সৃষ্টির মূল কারণ। ভূপৃষ্ঠের কাছে ওজোনের উপস্থিতি, যা মানবদেহের ওপর অনেক ধরনের রোগ যেমন বুকব্যথা, কাশি, শ্বাসনালির প্রদাহ বা জ্বালা সৃষ্টির মূল কারণ।

এছাড়া ফুসফুসজনিত রোগ ব্রংকাইটিস ও হাঁপানি বাতাসে ওজোনের উপস্থিতিতে বৃদ্ধি পায়। ওজোন শুধু জীবজন্তু ও মনুষ্যকুলের জন্যই ক্ষতিকর না, এর বিষক্রিয়া বাস্তুসংস্থান (ecosystem) ও গাছপালার পরাগায়নে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ১৯৮৬ সালে নেওয়া জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির উদ্যোগে গৃহীত কর্মসূচি ইতোমধ্যে ওজোন স্তরের ক্ষয় রোধে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ওজোন স্তরের ছিদ্র মাপা হয় ২৮.৪ বর্গকিলোমিটার, আর ২০২২ সালের নভেম্বরে অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন স্তরের ছিদ্র ছিল প্রায় ২৪.৫ বর্গকিলোমিটার।

কার্বন মনোঅক্সাইড একটি রংবিহীন, গন্ধবিহীন গ্যাস, যা গাড়ি, ট্রাক, অন্যান্য যানবাহন, যন্ত্রপাতি থেকে জীবাশ্ম জ্বালানি (ফসিল ফুয়েল) পোড়ানোর ফলে নির্গত হয়। কেরোসিন ও গ্যাসের চুলা থেকেও কার্বন মনোঅক্সাইড নির্গত হয়। বাতাসে বেশি মাত্রায় কার্বন মনোঅক্সাইডের উপস্থিতিতে শ্বাস নিলে তা হৃদপিণ্ডে প্রবাহিত রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস করে। এখানে বলা বাহুল্য যে, ধূমপায়ীরা এভাবেই হৃদপিণ্ডে ও রক্তে দরকারি অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস করে হৃদরোগ সৃষ্টি করে। কার্বন মনোঅক্সাইডের বিষক্রিয়ার প্রভাবে মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, বমি, বুকব্যথা, জ্ঞান হারিয়ে ফেলা, অ্যারিথমিয়া, খিঁচুনি এবং মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

বায়ুদূষণের সবচেয়ে বিপজ্জনক উপাদান হলো বায়ুমণ্ডলীয় বস্তুকণা, যা পার্টিকুলেট ম্যাটার (পিএম) বা বায়ুমণ্ডলীয় এরোসল কণা নামেও পরিচিত। এ বস্তুকণা ক্ষুদ্র, কঠিন ও তরল পদার্থের জটিল মিশ্রণে তৈরি হয়। বস্তুকণা পিএম২.৫-এর ব্যাস হলো ২.৫ মাইক্রোমিটার অথবা তার ছোট। আর পিএম৫ ও পিএম১০-এর ব্যাস যথাক্রমে ৫ ও ১০ মাইক্রোমিটার ও তার ছোট। এ বস্তুকণা নিশ্বাসের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করলে ফুসফুস ও হৃদযন্ত্রে কঠিন ও দুরারোগ্য রোগ হয়। ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যানসার এ বস্তুকণাগুলোকে গ্রুপ-১ কার্সিনোজেনিক হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছে।

পিএম২.৫ বস্তুকণার স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবে হাঁপানি রোগ বৃদ্ধিসহ নানা ধরনের দুরারোগ্য যেমন ব্রংকাইটিস বা ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ হয়ে থাকে। এ ছাড়া এ বস্তুকণার সংস্পর্শে হার্ট অ্যাটাক ও অ্যারিথমিয়া (হৃদপিণ্ডের স্পন্দনজনিত রোগ) রোগের জটিলতায় অনেকের অকাল মৃত্যু ঘটে থাকে। বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে, এ বস্তুকণা ইটক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত, যা কয়লা পুড়িয়ে নির্গত হয়।

অনেক ধরনের ছোট ছোট সামাজিক পদক্ষেপের মাধ্যমে আমরা বায়ুদূষণের মাত্রা আমাদের নিজেদের বাড়িঘরে ও আশপাশের এলাকায় কমাতে পারি। বায়ুদূষণের অনেক উৎস আছে, যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্যে গাড়ি, ট্রাক, বাস, নির্মাণ সরঞ্জাম, পরিবহণ সরঞ্জাম, গাড়ি মেরামতের ওয়ার্কশপ থেকে সমষ্টিগত নির্গমন মোট শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত দূষিত ও বিষাক্ত গ্যাসের চেয়ে বেশি। এ বায়ুদূষণ কমিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় আমাদের পৌর করপোরেশনগুলো ব্যাপক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। দেশের প্রতিটি জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্গত প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বায়ুদূষণসংক্রান্ত শিক্ষা, নির্দেশিকা ও প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। এক্ষেত্রে সব ব্যবসাকেন্দ্র, শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করা হলে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। গাড়ির ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস নিষ্কাশন যন্ত্র, যা বায়ুদূষণ সৃষ্টির একটি অন্যতম উৎস, তা মেরামত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া গাড়িতে একসঙ্গে ভ্রমণ, বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহার ইত্যাদি বায়ুদূষণ কমানোর সক্রিয় ও কার্যকর পন্থা। মোট কথা, কম জ্বালানি ব্যবহার কম বায়ুদূষণ সৃষ্টি করবে। এ ছাড়া ছোটখাটো অসচেতনতা যেমন গাড়ির চাকার হাওয়া কম থাকলে গাড়ির তেল বেশি পুড়বে, থামা অবস্থায় গাড়ির ইঞ্জিন চালু থাকলে বিষাক্ত গ্যাসের হটস্পট তৈরি হয়ে গাড়ি থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গমন বাড়বে যা জনস্বাস্থ্যের ব্যাপক ক্ষতি করে। খড় পোড়ানো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর একটি প্রচলিত ধারা, যা বায়ুতে অনেক বিষাক্ত গ্যাস যেমন নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, সালফার অক্সাইড, মিথেন, বায়ুমণ্ডলীয় বস্তুকণা পিএম২.৫, পিএম৫ ও পিএম১০ নির্গমন করে, যা মানবদেহ ও আবহাওয়ার ব্যাপক ক্ষতি করে। এছাড়া ঘরবাড়ির আবর্জনা পোড়ানো মানবদেহ ও আবহাওয়ার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তবে শুকনা গাছের লাকরি পোড়ানো ততটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। দেশজুড়ে ফলদ ও মূল্যমান কাঠের বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ পালন করার প্রতিযোগিতা আরও জোরদার করতে হবে কারণ, গাছপালা দূষণ সৃষ্টিকারী বাতাসকে ছেঁকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে শোষণ করে। অন্যদিকে গাছপালা বাতাসে অক্সিজেন ছাড়ে ও আবহাওয়াকে ঠান্ডা রাখে। বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে নির্গত হয় অনেক ধরনের ক্ষতিকর দূষণকারী পদার্থ, যা আরও নানা ধরনের দূষণকারী পদার্থের সৃষ্টি করে। বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উৎপন্ন ও নির্গত হয় বিষাক্ত গ্যাস যেমন ওজোন, কার্বন মনোঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন ও বায়ুমণ্ডলীয় বস্তুকণা। বলা বাহুল্য, এসব জ্বালানির মধ্যে কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সবচেয়ে বেশি দূষণকারী পদার্থ ও গ্যাস নির্গত হয়। বায়ুদূষণসংক্রান্ত সঠিক পরিসংখ্যান জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বায়ুদূষণ আইনের সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যুৎকেন্দ্র, কোম্পানি ও শিল্প-কারখানায় জরুরিভিত্তিতে বায়ু পর্যবেক্ষণ সিস্টেম ইনস্টল করা এবং রিয়েল সময়ে ডেটা সংগ্রহ করার প্রক্রিয়া আরম্ভ করা জরুরি। পরবর্তী পর্যায়ে সংগৃহীত ডেটা সঠিক সংস্থা ও প্রাসঙ্গিক ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে, যাতে তথ্যবিজ্ঞানীরা ডেটা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণে সহায়তা করতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে ডেটা সংগ্রহ প্রক্রিয়া নির্ভরযোগ্য ও নির্ভুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নারী হোক পুরুষের পরিপূরক

কলকাতা ঃ পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার প্রারম্ভে নারী ছিল পরিবারের প্রধান কর্তা। পশুপালন ও কৃষিকাজে লিপ্ত থাকতেন নারীরা, আর পুরুষেরা থাকতেন গৃহকর্মে। তার পর সভ্যতার ক্রমবিকাশে অদলবদল হতে থাকে নারী-পুরুষের এ অবস্থান। প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বৈদিক যুগে নারীর স্বাধীনতা ছিল অনেক বেশি। ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশে আমরা দেখি, গ্রামকেন্দ্রিক যাযাবর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে যতটুকু প্রত্যাশা করা যায়, নারী সেই মাত্রাতেই স্বাধীনতা ভোগ করেছে। প্রাচীন বৈদিক যুগে নারীর কিছুটা সাম্য ভোগ করার সাক্ষ্য মেলে। দেবগণ ও পিতৃগণকে দৈনন্দিন জল দেওয়ার প্রসঙ্গে এমন তিন নারীর নাম পাওয়া যায় যাদের উদ্দেশ্যেও জল দেওয়া হতো। তারা হলেন গার্গী বাচক্লবী, বাড়বা আত্রেয়ী এবং সুলভ মৈত্রী। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় যে নারী শিক্ষা গ্রহণ করত সে ছিল এক বিশাল হাস্যরসের পাত্র। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ছিলেন স্পার্টান নারীরা। স্পার্টান নগরীতে যে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সেখানে নারীদের অবদান ছিল অপরিসীম। সভ্যতার চরম শিখরে পৌঁছে যাওয়া স্পার্টান নগরীতে নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমানতালে কাজ করতেন ঘরে-বাইরে। অধিকাংশ স্পার্টান নারীরা ছিলেন শিক্ষিত। সংগীত, কাব্যদর্শন ও বিষয়ভিত্তিক পড়াশোনায় নারীরা যুক্ত থাকতেন। সেই সভ্যতায় নারীরা জমির মালিক হতেন ও তাদের ইচ্ছেমতো জমিতে কী করবেন তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রাখতেন। শোনা যায়, পুরো স্পার্টান নগরীর ৪০ শতাংশ জমির মালিক ছিলেন নারীরা। নারীদের খেলাধুলা ও রণক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও স্বাধীন মতামতের সমঅধিকার ছিল। স্পার্টানরা বিশ্বাস করত, নারীকে যথাযথ সম্মানের মাধ্যমে তার ঘরে একজন সামর্থ্যবান পুরুষের জন্ম হয়। আইয়ামে জাহিলিয়াত বা প্রাক-ইসলামি আরবীয় যুগে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির নারীদের অধিকার না থাকলেও আরবের উচ্চবিত্ত শ্রেণির নারীদের অধিকার ছিল ধারণারও অধিক। ন্যাটিডম বা ধর্মযাজিকা যারা হতেন তারা উত্তরাধিকারী ও সম্পত্তির মালিক হতে পারতেন। যদিও উঁচু বংশের নারীদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত কম। আসলে বিপত্তিটা ঘটতে থাকে মধ্যযুগ থেকে। প্রাচীন বাইবেল অনুসারে নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণীত হয়। আদমের পাজর থেকে তৈরি হয়েছিলেন ইভ। আর সেই ইভ প্রাকৃতিক নিয়মে হবেন দুর্বল। তারা গৃহে অবস্থান করবেন। স্বামীর ও সংসারের কাজে সহায়তা করবেন। বাইবেল অনুসারে, মধ্যযুগীয় পরিবারগুলো ছিল পিতৃতান্ত্রিক। একমাত্র কুমারী মাতা মেরী ছাড়া অন্যসব নারী থাকবেন স্বামীর আজ্ঞাবহ। মেরী ছিলেন পরম পূজনীয় ও শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব।

আমাদের এই আধুনিক যুগেও অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। গত বছর বিবিসির একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়, যেখানে দেখা যায় চীনের ইউনান প্রদেশের পাহাড়ের কোলে মসুও সম্প্রদায়ের সমাজে নারীদের রাজত্ব। যেখানে পুরুষের কাজ নারীর শয্যাসঙ্গী হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। বাংলাদেশেও কিছু উপজাতি জনগোষ্ঠী আছে, যাদের সমাজে পরিবারের প্রধান নারীরা। এর মধ্যে মুরং সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা যায়।

প্রাচীন যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত আমরা নারীর সুউচ্চ সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ দেখে হয়তো অনেকে মুগ্ধতার চরমে পৌঁছাবেন। আল্ট্রা মডার্ন সভ্যতায় ফ্যামিনিজমের মন্ত্র জপে এগিয়ে যাচ্ছেন নারীরা। নারীদের সরব উপস্থিতি আজ সর্বত্র। দ্রোহে নয়, নারী আজ বিদ্রোহে। বিগ্রহে নয়, নারী আজ আগ্রহে। কিন্তু কোথায় যেন একটু খাদ মেশানো। নারী স্বাধীনতা কোনো এক ফটকে আটক। সেই ফটকের পাহারাদার মুখে 'আউরাত কী আজাদি' এর কথা বললেও নারী স্বাধীনতার মুলা ঝুলিয়ে সেই অদৃশ্য পাহারাদার বিদ্রূপের হাসি হাসে।

এ প্রসঙ্গে, চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস নারীকে ভয়াবহভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কনফুসিয়াস নারীকে দেখেছেন দেহসর্বস্ব এক প্রাণীরূপে। তার মতে, নারীর কোনো আত্মা নেই, নারী কেবলই এক দেহমাত্র। আর গ্রিক দার্শনিক প্লেটো যা বলেছিলেন তা তো আরও ভয়াবহ। তিনি বলেছিলেন 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে এথেন্সবাসী করেছেন বর্বর করেননি, ক্রীতদাস বা স্ত্রীলোক করেননি।' এসব মনীষী কেন নারীর প্রতি সংকীর্ণমনা হয়ে বিষোদগার করেছেন তা আজও ভাবনার অন্তরালে এক রহস্যময় স্তর। নারীর প্রতি বৈষম্য এসব কটূক্তিতে আটকে থাকবে না। তবে নারীর প্রতি স্বগোতক্তি করার মতো মহাজ্ঞানী মহাজনদেরও অভাব নেই। নজরুলের সেই বিখ্যাত কবিতা তো অনেকেরই জানার কথা। সমাজে বিভেদ, বিভাজন, বৈষম্য ভুলে পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মাঝে নারীতত্ত্বের প্রকৃত প্রকাশ ঘটে। সমাজ-সভ্যতার অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার ধাপে ধাপে নারী জ্বলে উঠেছে বহ্নিশিখার মতো। নারীত্বের গুরুত্ব বুঝতে হবে পুরুষকে। পুরুষ যদি হয় শক্তিতে বলিয়ান, নারী হয় মাতৃত্বে মহীয়ান। মানব সৃষ্টির ধারা সুসংহত রাখতে নারী ছাড়া আছে কি কোনো বিকল্প? এটাই তো নারীর শক্তির মূল উৎস। তবে, নারীবাদীত্বের নামে কতিপয় নারীর কিছু অযৌক্তিক ও উদ্ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডে মন খুব পীড়া দেয়। কিছু উদাহরণ দিই

১. সারোগেসি বেবি ঃ নিজ ফার্টাইলিটি বিদ্যমান থাকতে মাতৃত্বের স্বাদ না নিয়ে অন্য নারীর গর্ভ ভাড়া করে বাচ্চা জন্মদান কি উত্তমপন্থা? এটা কষ্ট ছাড়া কেষ্ট পাওয়ার শামিল। এভাবে মাতৃত্বের স্বাদ কি একজন নারী উপলব্ধি করতে পারে?

২. ভ্রূণহত্যা ঃ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রূণহত্যা এক জঘন্য অপরাধ। কিন্তু কিছু ক্যারিয়ার সচেতন বা ফিগার সচেতন নারীর কোনো কমপ্লিকেসি বা যথাযথ কারণ ছাড়া এবরসন কিংবা মিসকারেজ একটি গর্হিত কাজ।

সম্পাদকীয়

অ্যামেরিকায় তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট

তার বৈঠক হতে পারে মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকারের সঙ্গে। তীব্র প্রতিবাদ চীনের। বুধবার তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট সাইইংওয়েন নিউ ইয়র্কে পৌঁছেছেন। তবে তাইওয়ানের প্রশাসন জানিয়েছে, নিউ ইয়র্কে প্রেসিডেন্টের স্টপওভার। তিনি মধ্য অ্যামেরিকার দুইটি দেশে যাবেন। এর মধ্যে গুয়াতেমালা আছে। গুয়াতেমালা তাইওয়ানকে পৃথক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাইওয়ানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী শনিবার পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট নিউ ইয়র্কে থাকবেন। মাঝে তিনি ক্যালিফোর্নিয়া যেতে পারেন। যেতে পারেন লস অ্যাঞ্জেলস।

ক্যালিফোর্নিয়ায় তিনি মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকার কেভিন ম্যাকআর্থির সঙ্গে দেখা করতে পারেন। যদিও এই বৈঠক সরকারি নয় বলেই দাবি করা হয়েছে। তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের অ্যামেরিকা সফর নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে চীন। চীনের সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, সাইইংওয়েন যদি মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকারের সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে তার ফল ভালো হবে না। চীন চরম ব্যবস্থা নেবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটনে চীনের রাষ্ট্রদূত পুরো বিষয়টির দিকে নজর রাখছেন বলে জানানো হয়েছে। বস্তুত, এর কিছুদিন আগেই মার্কিন কংগ্রেসের তৎকালীন স্পিকার ন্যানসি পেলোসি তাইওয়ান সফর করেছিলেন। অ্যামেরিকার এত বড় পদাধিকারী এর আগে কখনো তাইওয়ান সফর করেননি। ওই সফর নিয়েও চীন তুমুল ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। তাইওয়ানের উপকূলে সামরিক মহড়া শুরু করে দিয়েছিল। এবারও তারা তেমনই কিছু করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছে। অ্যামেরিকা অবশ্য এখনো এনিয়ে সরকারিভাবে কোনো বিবৃতি প্রকাশ করেনি। চীন তাইওয়ানকে এক চীন নীতির অন্তর্গত করার চেষ্টা করছে। তাইওয়ান এবং হংকংয়ে বিতর্কিত জাতীয় নিরাপত্তা আইন বলবৎ করা হয়েছে। তাইওয়ানকে আলাদা দেশের মর্যাদা দিতে তারা নারাজ। কিন্তু তাইওয়ান পশ্চিমা দেশগুলির সমর্থন পায়। তাদের সঙ্গে পৃথক বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে তাইওয়ানের। ক্ষমতায় আসার পর মার্কিন প্রেসিডেন্টে জো বাইডেন জানিয়েছিলেন, চীন যদি তাইওয়ান আক্রমণ করে, অ্যামেরিকা তাহলে চুপ করে বসে থাকবে না।

হিন্দুত্ববাদের 'জনক' সাভারকারের ক্ষমাভিক্ষা নিয়ে যে বিতর্ক

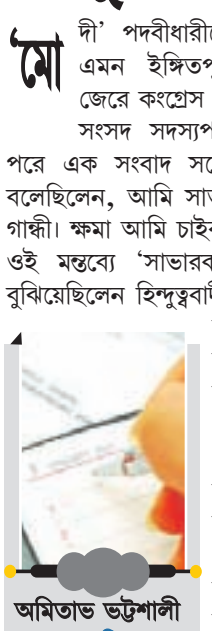

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

'মোদী' পদবীধারীদের সবাই চোর - এমন ইঙ্গিতপূর্ণ এক মন্তব্যের জেরে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সংসদ সদস্যপদ খারিজ হওয়ার পরে এক সংবাদ সম্মেলনে মি. গান্ধী বলেছিলেন, আমি সাভারকার নই, আমি গান্ধী। ক্ষমা আমি চাইব না।

ওই মন্তব্যে 'সাভারকার' বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের জনক বলে কথিত বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে।

ঐতিহাসিকদের একটা বড় অংশ দাবী করেন, আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দী থাকার সময়ে মি. সাভারকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে একাধিকবার ক্ষমাভিক্ষা করে চিঠি লিখেছিলেন এবং রাহুল গান্ধী সেদিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

রাহুল গান্ধীর ওই মন্তব্যের পরে মি. সাভারকারের নাতি রঞ্জিত সাভারকার বলেছেন, এরকম কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণই নেই যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে তার পিতামহ ক্ষমা ভিক্ষা করেছিলেন।

এর আগেও মি. সাভারকারের ক্ষমাভিক্ষা চাওয়ার প্রসঙ্গে মি. গান্ধী মুখ খোলায় রঞ্জিত সাভারকার পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এবারেও সেই একই হুমকি দিলেন তিনি।

ইতিহাসবিদরা বলছেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার যে কারামুক্তির জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন, সেই দলিল রয়েছে।

ঐতিহাসিকরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবী করেন যে বিনায়ক দামোদর সাভারকার আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দী থাকাকালীন একাধিকবার ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন।

বিনায়ক দামোদর সাভারকার ১৯১১ সালের জুলাই মাসে সেলুলার জেলে বন্দী হয়ে আসেন। সেই বছরেরই ৩০ অগাস্ট তিনি প্রথম ক্ষমাভিক্ষার চিঠিটি লেখেন। সেই আবেদন খারিজ হয়ে যায়। তারপরে ২৯ অক্টোবর, ১৯১২, নভেম্বর ১৯১৩, সেপ্টেম্বর ১৯১৪ আবারও ক্ষমাভিক্ষার চিঠি লেখেন, বলছিলেন আন্দামানের সেলুলার জেল নিয়ে গবেষণা করা অধ্যাপক অমিত রায়।

তার পরে ১৯১৫, ১৯১৬ এবং ১৯১৭ সালে মি. সাভারকার আরও তিনটি ক্ষমাভিক্ষার আবেদন জমা দেন।

অধ্যাপক রায়ের কথায়, ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের বই 'পেনাল সেটলমেন্টস ইন আন্দামান'-এ এইসব তথ্য রয়েছে। ওই বইয়ের ২১১ থেকে ২১৩ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে।

মি. সাভারকারের একটা চিঠির ভাষা ছিল এরকম ঃ 'সরকার যদি তাদের বহুমুখী দয়ার দানে আমাকে মুক্ত করে দেন, তাহলে আমি আর কিছু পারি না পারি চিরদিন সাংবিধানিক প্রগতি এবং ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্যের অবিচলিত প্রচারক হয়ে থাকব। সরকার আমাকে যত কাজ করতে বলবে, সেই মতো আমি সব কাজ করতে প্রস্তুত। কারণ, আমার আজকের পরিবর্তন যেহেতু বিবেকের দ্বারা পরিচালিত, তাই আমার ভবিষ্যতের আচরণও সেইরকমই হবে, মি. সাভারকারের চিঠি উদ্ধৃত করে বলছিলেন অধ্যাপক রায়।

মি. সাভারকার আরও লিখেছিলেন, 'অন্যভাবে যা পাওয়া যেতে পারে, সেই তুলনায় আমাকে জেলে আটকিয়ে রাখলে কিছুই পাওয়া যাবে না। শক্তিশালীর পক্ষেই একমাত্র ক্ষমাশীল হওয়া সম্ভব। কাজেই অনুতপ্ত সন্তান পিতৃতুল্য সরকারের দরজা ছাড়া আর কোথায় ফিরে যাবে। মহামান্য হুজুর অনুগ্রহ করে বিষয়টি বিবেচনা করবেন এই আশা রইল।

বিনায়ক দামোদর সাভারকারকে শেষমেশ ১৯২৪ সালে আন্দামানের সেলুলার জেল থেকে সরিয়ে মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলে

রাখা হয়। তারপরে বেশ কিছুদিন তিনি ঘরবন্দীও ছিলেন।

ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে মি. সাভারকার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে লন্ডনে গ্রেপ্তার হলেন, সেই তিনিই কীভাবে ব্রিটিশ সরকারের কাছে এইভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারেন?

তিনি ১৯২০ সালে যে আবেদন করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন সংবিধান মেনে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতে তিনি রাজি আছেন এবং দীর্ঘ সময়ের জন্য রাজনৈতিক কোন কার্যক্রমে তিনি জড়িত থাকবেন না, বলছেন ঐতিহাসিক এবং মি.সাভারকারের ওপর দুই খণ্ডের জীবনী গ্রন্থের লেখক ভিক্রম সম্পথ।

সমালোচকরা আরও বলেন যে এই নেতা নিজে যে আবেদনগুলো লিখেছিলেন তা তিনি গোপন রেখেছিলেন।

'ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও সেটা ছিল কৌশল'

মি. সাভারকারের কিছু সমর্থক এই তত্ত্বের ঘোর বিরোধী। তারা বলছেন, তিনি কখনই এমন কোন আবেদনপত্র লেখেননি, আর লিখে থাকলেও তিনি কখনও ব্রিটিশদের কাছে ক্ষমা চাননি।

আরএসএস অবশ্য বলছে যদি মি. সাভারকার ক্ষমাপ্রার্থনা করেও থাকেন, সেটা তিনি করেছিলেন একটা রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে। এই প্রসঙ্গে আরএসএস উদাহরণ দেয় কমিউনিস্ট নেতা এসএ ডাঙ্গের।

মি. ডাঙ্গেও তো কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দী হওয়ার ঠিক পরেই ক্ষমাভিক্ষার আবেদন করেছিলেন, বলছিলেন আরএসএস নেতা ও সংগঠনটির দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক জিষ্ণু বসু।

দুজনের ক্ষমাপ্রার্থনার ভাষাও ছিল এক। দুজনেই লিখেছিলেন ইয়োর মোস্ট ওবেডিয়েন্ট সার্ভেন্ট। মি. ডাঙ্গে জেলে ছিলেন মাত্র এক বছর, সেখানে মি. সাভারকার কত বছর জেলে ছিলেন, সেটাও তো দেখতে হবে। তার মতো বিপ্লবীকে সামগ্রিকভাবে দেখতে হবে, তার যে সামাজিক কাজকর্ম, সেগুলোরও বিচার করতে হবে, বলছিলেন মি. বসু।

লেনিনের সঙ্গে মি. সাভারকারের দেখা হয় লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে। লেনিন কী বলতেন মি. সাভারকারের ব্যাপারে, সেই তথ্য রয়েছে রুশ কমিউনিস্ট বিপ্লবী মিখাইল প্যাভলোভিচের বইতেই। মি. সাভারকার যখন লন্ডনে ধরা পড়েন, তার হয়ে মামলা লড়েছিলেন কার্ল মার্ক্সের নাতি, - বলছিলেন মি. বসু।

তাই তিনি কৌশল হিসাবে যদি ক্ষমাপ্রার্থনা করেও থাকেন, সেটা তো তার বিপ্লবী আর সংগ্রামী আদর্শের পরিপন্থী হয়ে যায় না, ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন মি. বসু।

তিনি আরও বলছিলেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কিছু কায়েমি স্বার্থে মি. সাভারকারের মতো একজন মহামানবকে ছোট করে দেখানো হতে থাকে।

রাজনৈতিক চশমা না পরে মি. সাভারকারকে বিচার করতে হবে, মন্তব্য জিষ্ণু বসুর।

তবে গবেষক অমিত রায় বলছেন, আরএসএস তো কখনও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয় নি। তাই তাদের দরকার ছিল একটা আইকনের। মি. সাভারকার একদম আদর্শ আইকন তাদের কাছে, কারণ তিনি একটা সময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন, আবার হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের জনকও তিনি।

রাহুল গান্ধীর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ মহারাষ্ট্রের নেতারা

ব্রিটিশ সরকারের কাছে মি. সাভারকারের ক্ষমা চাওয়া নিয়ে মন্তব্যের কারণে বিজেপি, শিবসেনা তো বটেই, মহারাষ্ট্রের অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও রাহুল গান্ধীর ওপরে অসন্তুষ্ট।

এদের মধ্যে কংগ্রেসের জোট সঙ্গী এনসিপি যেমন আছে, তেমনই আছে উদ্ধব ঠাকরের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার অংশটিও। বিনায়ক দামোদর সাভারকারের প্রতি মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশের মানুষ খুবই শ্রদ্ধাশীল। সেই ভাবাবেগে যাতে আঘাত না লাগে, সেজন্যই মি. সাভারকারকে নিয়ে কোনও বিরূপ মন্তব্যের বিরোধিতা হয় সে রাজ্যে।

জোট সঙ্গীদের এই মনোভাবের কথা কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে পৌঁছিয়েছে এবং মহারাষ্ট্রের কথা মাথায় রেখেই আপাতত রাহুল গান্ধীকে দল নির্দেশ দিয়েছে যে তিনি যেন মি. সাভারকারকে নিয়ে আর মন্তব্য না করেন।

কেন মি. সাভারকারকে শ্রদ্ধা করেন মহারাষ্ট্রের মানুষ?

বিনায়ক দামোদর সাভারকার মহারাষ্ট্রের বহু মানুষের কাছেই একটা ভাবাবেগ। এদের মধ্যে যেমন বেশীরভাগ মানুষ হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সমর্থক, তেমনই তার বাইরেও অনেক মানুষ আছেন যারা বি ডি সাভারকারের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল, বলছিলেন বিবিসি মারাঠি বিভাগের ময়ূরেশ কুন্নুর।

তার কথায়, এটা ঠিকই মি. সাভারকারের লেখা বই ঃ 'হিন্দুত্ব - হিন্দু কে' বইটিই আরএসএসের মতাদর্শ আকরগ্রন্থ। ওই লেখা থেকেই হিন্দুত্ববাদী চিন্তাভাবনার শুরু। আবার মি. সাভারকার হিন্দু মহাসভার সভাপতিও ছিলেন।

এইসব কারণে হিন্দুত্ববাদের সমর্থকরা তাকে প্রায় দেবতার মতো ভক্তি করেন - বলছিলেন তিনি।

কিন্তু আরেকটা অংশের মানুষ আছেন, যারা মি. সাভারকারের সামাজিক কাজকর্ম, দলিতদের জন্য প্রায় তিনশো মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়ার জন্য আন্দোলন এবং এসবেরও আগে স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অংশগ্রহণ, বহু বছর আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দিজীবন, এসবের জন্য তাকে শ্রদ্ধা করেন।

মি. কুন্নুর ব্যাখ্যা করছিলেন, মি. সাভারকারের নামে যে আবেগ আছে, তা দিয়ে ভোট পাওয়া যায় কীনা, তার নিশ্চিত কোনও তথ্য নেই, কিন্তু মহারাষ্ট্রের কোনও রাজনৈতিক দলই মি. সাভারকারের সমালোচনা হোক সেটা চায় না।

এটা দলগুলোর একটা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা, বলছিলেন ময়ূরেশ কুন্নুর।

তবে ১৯৬৬ সালে বিনায়ক দামোদর সাভারকারের মৃত্যুর এতবছর পরেও তিনি রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে।

ার সমর্থকদের কাছে তিনি বীর সাভারকার, আর সমালোচকদের কাছে তিনি নিন্দিত।

সাময়িকী

পুরোনো ভবন সংস্কারের ব্রত নিয়েছেন দুই স্থপতি

রুবেন কালুস
কলামিস্ট

পেশায় স্থপতি, অথচ নতুন ভবন তৈরি করায় অনীহা। দুই চেক স্থপতি পরিবেশ সংরক্ষণ, আর্থিক সাশ্রয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নতুনের বদলে পুরোনো ভবনের সংস্কারের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।

স্থপতি হিসেবে ওন্দ্রেই চিবিক ও মিশাল ক্রিশটফ পুরানো ভবন বাঁচানোর ব্রত গ্রহণ করেছেন। ২০১২ সালে তাঁরা চেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী প্রাগ থেকে ২০০ কিলোমিটার দক্ষিণপূর্বে ব্রুন শহরে এক দফতর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯২ সালে তৈরি একটি ভবনও সেখানে রয়েছে। আগে সেখানে গাড়ির দোকান ছিল। আজ এক চেক আসবাবের কোম্পানি ভবনটিকে শোরুম হিসেবে ব্যবহার করছে। গোটা ভবনটিকে কোম্পানির তৈরি ৯০০ প্লাস্টিক চেয়ার দিয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সেই সমাধানসূত্র শুধু অর্থ ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় করছে না, কোম্পানির নিজস্ব পরিচয় আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরছে। ভবনের ভেতরের অংশ সংস্কার করে আধুনিক রূপ দেওয়া হয়েছে। তিনটি বিভাজনযোগ্য অংশে কোম্পানির পণ্যের সম্ভার শোভা পাচ্ছে। একেবারে নতুন নির্মাণের তুলনায় ভবন সংস্কারের ব্যয়ের মাত্রা ছিল অনেক কম। তবে ওন্দ্রেই চিবিকের কাছে সেটাই একমাত্র জরুরি বিষয় নয়। তিনি বলেন, ''আমার মতে, এমন তাজা এক ভবন ভেঙে ফেলার কোনো অর্থ হয় না। সেটা মোটেই টেকসই প্রক্রিয়া নয়। স্থাপত্যের প্রতি আমাদের মনোভাবের মাধ্যমে আমরা ভবনটি বাঁচিয়েছি। যেমনটা দেখছেন, সব উপকরণ রক্ষা করেছি। ভবনটি এখন সবার পরিচিত, একটা প্রতীক হয়ে উঠেছে। কেউ আর এই ভবনটি ধ্বংস করবে না।''

৫০ জনেরও বেশি টিমসহ এই দুই স্থপতি মূলত ইউরোপেই বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ন করেন। সেগুলির মধ্যে নতুন নির্মাণের প্রকল্পও রয়েছে। যেমন চেক প্রজাতন্ত্রের দক্ষিণে জনাইম শহরের কাছে ভিনিয়ার্ডের একটি ভবন। বর্তমানে তাঁরা চেক প্রজাতন্ত্রের সবচেয়ে উঁচু ভবন 'ওস্ট্রাওয়া টাওয়ার'-এ কাজ করছেন। ২৩৫ মিটার উচ্চতার ভবনটির কাজ ২০২৭ সালে শেষ হবার কথা। তবে পুরানো ভবনের সংস্কারই দুই স্থপতির হৃদয় সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে। ওন্দ্রেই চিবিক বলেন, ''আমার মতে, সভ্যতা হিসেবে আমরা ইতোমধ্যেই যথেষ্ট নির্মাণের কাজ করেছি। অস্তিত্ব রয়েছে, এমন কিছু নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে চাই। অতীতের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রেক্ষাপট বোঝার চেষ্টা করে সেটির রূপান্তর বা তাতে সমসাময়িক কিছু যোগ করতে চাই।''

দুই স্থপতির কাছে কোনো ভবনের ইতিহাস এবং ভবনটির উৎপত্তির সময়ের প্রতিফলনেরও মূল্য রয়েছে। এমনকি ব্রুটালিস্ট শৈলিতে তৈরি ব্রুন শহরের বাস স্টেশনেরও গুরুত্ব দেখেন তাঁরা। অনেকে সেটিকে দেশের সমাজতান্ত্রিক অতীতের কালো ছায়া মনে করেন। ওন্দ্রেই মনে করেন, ''এমন ভবনেরও একটা সৌন্দর্য রয়েছে, সেগুলি আমাদের ইতিহাসের অংশ। সেগুলি ভেঙে ফেলার অর্থ আমরা যেন আমাদের ইতিহাসের এই অংশ এড়িয়ে যাচ্ছি। আমার মতে, সেটা ভুল হবে।''

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ১৯৮৮ সালে তৈরি রেল স্টেশনের বেহাল অবস্থা হয়েছিল। ছাত্র বয়সে দুই স্থপতিই সেই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেছেন। ২০১১ সালে তাঁরা স্টেশন ভবনের মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওন্দ্রেই চিবিক বলেন, ''একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের শহরের এমন গুরুত্বপূর্ণ এক জায়গা এত খারাপ অবস্থায় রয়েছে জেনে আমার খুব লজ্জা হয়েছিল। অবস্থার উন্নতি করতে সাহায্য করতে পেরে আমরা খুশি।''

স্টেশনের সংস্কারের জন্য তাঁদের হাতে সব মিলিয়ে ৫০ লাখ ইউরো ছিল। সেই কাজের আওতায় তাঁরা ছাদের কাঠামোয় সাদা রং করেছেন, নতুন আলোকসজ্জা বসিয়েছেন, এনট্রেন্স হল বানিয়েছেন এবং প্ল্যাটফর্মের নতুন বিন্যাস করেছেন।

ওন্দ্রেই চিবিকের কাছে সেই কাজ মোটেই স্থাপত্যের মাইলফলক ছিল না। শহরের মানুষের জন্য উন্নতি আনাই ছিল সেই প্রয়াসের লক্ষ্য। তিনি বলেন, ''পেশাদার ব্যক্তি ও স্থপতি হিসেবে আমাকে নিজেদের বিশেষ ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস রাখতেই হয়। আমরা ঠিকমতো ও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করলে সেই উদ্যোগ হয়তো সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে অবদান রাখতে পারে। চিবিক ও ক্রিশটফ দেখিয়ে দিচ্ছেন, যে তার জন্য সব সময়ে নতুন ভবনের প্রয়োজন হয় না।

জানা অজানা

বাখমুতের যুদ্ধে জয়লাভের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করলেন জেলেন্সকি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি মঙ্গলবার দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় শহর বাখমুতের জন্য যুদ্ধে জয়লাভের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বার্তা সংস্থা দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে বলেন, ইউক্রেন যদি এই যুদ্ধে পরাজিত হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও ইউক্রেনের কিছু মহলের কাছ থেকে রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করার চাপ আসবে। জেলেন্সকি বলেছেন, যতদিন না ইউক্রেনের সব অঞ্চল থেকে রুশ বাহিনী প্রত্যাহার করা হচ্ছে, ততদিন তিনি রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনায় বসবেন না। গত বছর পূর্ণ মাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর রাশিয়া ইউক্রেনের ৪টি অঞ্চলকে দখল করে নিজ ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে রাশিয়ার এ উদ্যোগের নিন্দা জানিয়ে একে সর্বসম্মতিক্রমে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমা মিত্ররা বাখমুতের তাৎপর্যকে হালকা করে বলছে যে, সেখানে ইউক্রেনের পরাজয় সামগ্রিক সংঘাতের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে না। তবে জেলেন্সকি দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানান, প্রতিটি যুদ্ধই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, যুদ্ধ হচ্ছে বড়ার মতো, আমরা কোনো ধাপেই পরাজিত হতে চাই না ছোট ছোট বড়ার টুকরোর মতো জয়গুলো, ছোট জয় হলেও তা (আমাদের মূল লক্ষ্যের দিকে) ছোট ছোট ধাপে (এগিয়ে যাওয়ার) মতো। জেলেন্সকি ট্রেনে করে ইউক্রেনের উত্তরপূর্ব দিকে অবস্থিত সুমি অঞ্চলসহ যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করার সময় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সঙ্গে কথা বলেন। জেলেন্সকি তাঁর নিয়মিত রাত্রিকালীন ভিডিও বক্তব্যে বলেন, এ অঞ্চলটি শত্রুর ঠিক পাশে অবস্থিত। এখানে নিরবচ্ছিন্ন হুমকি রয়েছে। আমাদের সীমান্তে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু জীবন ও আমাদের জনগণ অবশ্যই যেকোনো ভীতির চেয়ে বেশি বলিষ্ঠ।

যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র সম্মেলনে যোগ দিচ্ছে না পাকিস্তান

পাকিস্তান এ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় গণতন্ত্র সম্মেলনে যোগ দেবে না বলে জানিয়েছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রক মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে বলেছে, তারা গণতন্ত্রের বিষয়ে ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলাদা করে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার উদ্যোগ নেবে। বুধবার থেকে শুরু হতে যাওয়া এ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য বাইডেন প্রশাসন ১২০টি দেশ, সুশীল সমাজের সংগঠন ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সহআয়োজক হিসেবে রয়েছে কোস্টারিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, জাম্বিয়া ও নেদারল্যান্ডস। ইসলামাবাদে পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতিতে ওয়াশিংটনকে এই আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানানো হলেও, যোগদান না করার কোনো কারণ জানানো হয়নি। তবে সমালোচকেরা দীর্ঘদিনের মিত্র চীনকে এ সম্মেলন থেকে বাদ দেওয়াকে পাকিস্তানের যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ হিসেবে মনে করছে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাইডেন আয়োজিত প্রথম সম্মেলনেও যোগ দেয়নি পাকিস্তান। পাকিস্তানের ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র ডন বলেছে, ইসলামাবাদ তাদের সবসময়ের বন্ধু বেইজিংকে অসন্তুষ্ট করতে চায় না। পাকিস্তানের অপর ঘনিষ্ঠ মিত্র তুরস্ককেও ওয়াশিংটনের এ সম্মেলনে ডাকা হয়নি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়, সম্মেলনের প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ কারণে, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মেলনের সহ আয়োজকদের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধের প্রচার ও এগুলোকে আরও শক্তিশালী করবে এবং মানবাধিকার রক্ষা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের উদ্যোগকে আরও সামনে এগিয়ে নেবে। বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের বন্ধুত্বকে বিশেষ মূল্য দেয়।

বাইডেন প্রশাসনের অধীনে এ সম্পর্ক আরও বিস্তৃত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য আকারে সম্প্রসারিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই সম্মেলন এমন এক সময় আয়োজিত হচ্ছে, যখন শেহবাজ শরীফের সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ দমন, বাকস্বাধীনতা হরণ ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলের আগাম নির্বাচনের দাবির বিরুদ্ধে আগ্রাসী আচরণের অভিযোগ এসেছে। পাকিস্তানের স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন বিরোধী দলগুলোর অভিযোগকে সমর্থন দিয়েছে। সোমবার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইসলামাবাদে কোনো দল, সংগঠন বা ব্যক্তির সমাবেশ ও জমায়েতের লাইভ বা রেকর্ড করা ফুটেজ না দেখানোর জন্য টিভি স্টেশনগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে।

পাঠকের চিঠি

বঙ্গ গৌরব সম্মান পেলেন ওয়াশিম

মহম্মদ ওয়াশিম, পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নেশায় পত্রলেখক । তার পিতা পল্লীকবি স্বর্গীয় মহম্মদ ওয়ারেস (পেশায় ওয়েস্ট বেঙ্গল হোম গার্ডের ডেপুটি গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন), মাতা রসুলা বেগম (গৃহিনী) । পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর ব্লকের কাজীপাড়া গ্রামে মহম্মদ ওয়াশিমের জন্ম । ভারতের বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্রে চিঠিপত্র লেখা তাঁর নেশা হয়ে উঠেছে । অনলাইন, ডিজিটাল প্রযুক্তি, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের উপর ভিত্তি করেই সংবাদপত্রের পাতায় পাঠকের কলামে লিখে থাকেন চিঠিপত্র । ইতিমধ্যেই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বহু চিঠিপত্র লিখেছেন এবং প্রকাশিত হয়েছে । তার চিঠি লেখার সুবাদে পশ্চিমবঙ্গের ওয়েস্ট বেঙ্গল বুক অফ রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখে মহম্মদ ওয়াশিমকে বঙ্গ গৌরব সম্মান জ্ঞাপন করে । এই সম্মান পেয়ে তিনি খুবই খুশি এবং আনন্দিত ।

সুমন, বীরভূম

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

হাসপাতালে পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিকান সিটি ঃ ক্যাথলিকদের প্রধান ধর্মযাজক পোপ ফ্রান্সিস শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তাঁকে কয়েক দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে। গতকাল বুধবার ভ্যাটিকানের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে এসব তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ৮৬ বছর বয়সী পোপ কয়েক দিন ধরে শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ার কথা বলছিলেন। তবে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁর কোভিড ১৯ শনাক্ত হয়নি।

গতকাল সকালে পোপ ভ্যাটিকানে সাপ্তাহিক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তখন শারীরিকভাবে তাঁকে সুস্থ দেখাচ্ছিল। তবে হঠাৎই অসুস্থ বোধ করলে পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য পোপকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এর কয়েক ঘণ্টার মাথায় ভ্যাটিকান থেকে বিবৃতিটি দেওয়া হয়েছে। শুরুতে ভ্যাটিকান থেকে বলা হয়েছিল, পোপের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি পূর্বনির্ধারিত ছিল। তবে ইতালির একটি সংবাদমাধ্যম এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। তারা বলেছে, গতকাল দুপুরে পোপের সঙ্গে একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকার হওয়ার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করা হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস ডাইভার্টিকুলাইটিসে ভুগছেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে মানুষের অন্ত্র আক্রান্ত হয় কিংবা প্রদাহ হয়। ২০২১ সালে অন্ত্রের অংশবিশেষ অপসারণ করতে গেমেলি হাসপাতালে তাঁর একটি অস্ত্রোপচার হয়। গত জানুয়ারিতে পোপ আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁর ওজন বেড়ে গিয়েছিল। তবে তা নিয়ে পোপ খুব একটা উদ্বিগ্ন ছিলেন না। পোপের হাঁটুতেও সমস্যা আছে। তাঁকে কখনো লাঠিতে ভর দিয়ে আবার কখনো হুইলচেয়ারে করে জনসম্মুখে আসতে দেখা যায়।

চলতি বছর পোপ বলেছেন, শারীরিকভাবে গুরুতর অসুস্থ না হয়ে পড়লে বা একেবারে অক্ষম না হয়ে পড়লে তাঁর শিগগিরই পদত্যাগ করার কোনো পরিকল্পনা নেই।

এসব কি মন্দার লক্ষণ নয়?

ঢাকা ঃ চৈত্র মাস মানে বসন্তকালের শেষ মাসের ১১ তারিখ। এদিকে শুরু হয়েছে পবিত্র রমজান মাস। সামনে পবিত্র ঈদ আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। মাঝে ১৪ এপ্রিল বাঙালির শুভ নববর্ষ। এ উপলক্ষ্যেও জমে ওঠে আমাদের ব্যবসাবাণিজ্য। উত্তরবঙ্গের ঢাকাস্থ রিকশাওয়ালারা দিন গুনছে কবে তারা 'দেশে' ফিরে যাবে। সামনে বোরো ফসল তোলার মৌসুম। বোরো আমাদের সবচেয়ে বড় ফসল এখন। এ উপলক্ষ্যে সারা দেশে কৃষি শ্রমিকদের কদর বাড়ে।

এখন উত্তরবঙ্গসহ সারা দেশেই কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে

মন্দা যাচ্ছে। বৈশাখের শুরুতেই রিকশাওয়ালা ও শ্রমজীবী মানুষ কিছু রোজগারের টাকা নিয়ে গ্রামে যাবে। গ্রামে টাকার খরার এই দিনে কিছুটা হলেও 'ক্যাশ' যাবে। এ প্রেক্ষাপটেই এবারের পবিত্র রমজান এবং পহেলা বৈশাখ। কেমন হবে বেচাকেনা, কেমন জমবে বাজার?

গরিব, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত কি স্বচ্ছন্দে বাজারে যেতে পারবে? ব্যবসায়ী ও দোকানদার, আমদানিকারক এবং পণ্যের সিন্ডিকেটওয়ালারা কি এই পবিত্র মাসে রোজাদারদের একটু স্বস্তি দেবে? নানা প্রশ্ন মনে। এর উত্তর বরাবরের মতো এবারও আমার কাছে নেই। তবে এর মধ্যেও আজকের আলোচনা শুরু করতে পারি দুটি উদাহরণ দিয়ে।

উদাহরণ দুটির মধ্যে একটি বিদেশের এবং একটি দেশের। খুবই আশাপ্রদ দুটো খবর। রোজাদারদের জন্য স্বস্তির খবর। বিদেশের বড় খবরটি হচ্ছে আমিরাতের। শিরোনাম ঃ 'রমজানে আমিরাতে ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়, রোজার আগেই আবর দেশগুলোতে শুরু হয়ে যায় মূল্য ছাড়ের ছড়াছড়ি। সেই ধারাবাহিকতা এবারও অব্যাহত আছে।' খালিজ টাইমসের খবরটিতে দেখা যায়, রোজার আগেই ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে হাইপার মার্কেট ও সুপার মার্কেটগুলো। ১০ হাজারের বেশি খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত পণ্যে ছাড় পাচ্ছেন আমিরাতের বাসিন্দারা। আমিরাতজুড়ে ৯৭টি আউটলেটে রমজান উপলক্ষ্যে বিশাল মূল্যছাড় দিচ্ছে হাইপার মার্কেটস নামের প্রতিষ্ঠানটি। তারা জানিয়েছে মুদি, খাদ্যপণ্য, হোম অ্যাপ্লায়েন্স, ইলেকট্রনিকস, গৃহসজ্জাসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত পণ্যের ওপর, ৬০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যছাড় পাবেন ক্রেতারা। একে তারা 'প্রাইস লক' নাম দিয়েছেন। প্রশ্ন, আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা কি এমন কিছু অতীতে করেছেন কিংবা এবার করছেন? আমার জানামতে কখনো না, এবারও নয়।

তবে এর মধ্যে একটি ছোট্ট খবরে মনে কিছু আশা জাগে। আশা জাগে, বড় ব্যবসায়ীরা না হোক, ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ মূল্যছাড় এবার দিচ্ছেন। কোথায়? খবরটি কিশোরগঞ্জের। এর শিরোনাম ঃ 'কিশোরগঞ্জে রমজান মাসে ১০ টাকা লিটার দুধ বিক্রির ঘোষণা'। এই ঘোষণা দিয়েছেন কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের গরুর খামার মালিক এরশাদ উদ্দিন। ১০ টাকা লিটারে তিনি দুই মেট্রিক টন দুধ বিক্রি করবেন।

এ ব্যবসায়ী মূল্যছাড়ের বিষয়ে কোত্থেকে উৎসাহিত হয়েছেন? উৎসাহিত হয়েছেন সৌদি আরবের উদাহরণ থেকে। সেখানে হজ করতে গিয়ে তিনি তা দেখে এসেছেন। এর থেকেই তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। সাধুবাদ এ খামারিকে। তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আরও কেউ করেছেন কিনা আমার জানা নেই, অন্তত কোনো খবরে তা দেখিনি। করে থাকলে তাদেরও সাধুবাদ। কিন্তু মুশকিল অন্যত্র। বড় বড় ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা তো এ ধরনের উদ্যোগে আসেননি। বরং তাদেরকে সরকার ও প্রশাসন অনুরোধ জানাচ্ছে রমজান মাসে মূল্যবৃদ্ধি না করতে। প্রশাসন আবার কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে।

যুগ পুরুষ বিনয় বাবাজী পুস্তক টির উন্মোচন করা হলো ধুমধামের সাথে

সুনীল কুমার দে বাবাজীর জীবনী লিখে ইতিহাস তৈরি করলেন ঃ কুনাল সরঙ্গী

বিমোচন সমারোহে সুনীল কুমার দে কে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়ার আওয়াজ উঠলো

পোটকা ঃ পূর্ব নির্ধারিত কার্য্যক্রম অনুসারে আজ তারিখ ৩০ শে মার্চ ২০২৩ সকাল ১০ টায় রাম নবমী উপলক্ষে ঝাড়খন্ডের বিখ্যাত কবি ও লেখক সুনীল কুমার দে দ্বারা রচিত, যুগ পুরুষ বিনয় দাস বাবাজী, জীবনী ও ধার্মিক পুস্তক টির গালুদি রুক্কিনি মন্দিরে ধুমধামের সাথে উন্মোচন করা হলো।অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করলেন ধুপ ও দীপ জ্বেলে সিদ্ধ সাধক বিনয় দাস বাবাজী।বাবাজীর ভক্ত মণ্ডলির পক্ষ থেকে বিদ্যুৎ পাল ও চন্দনা পাল বাবাজী, লেখক সুনীল কুমার দে ও ভক্ত শিল্পী কমল কান্তি ঘোষ কে মালা পরিয়ে ও শাল দিয়ে সম্মানিত করলেন ও অন্য সকল অতিথীদের অঙ্গ বস্ত্র দিয়ে সম্মানিত করা হলো।আশ্রমের ভক্ত ভাস্কর পাল সবাই কে স্বাগত জানালেন ও ভাস্কর দে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করলেন।তারপর বাবাজী ও অন্য অতিথিগণ মিলে সুনীল কুমার দের ৩৩ তম পুস্তক যুগপুরুষ বিনয় দাস বাবাজী,র বিধিবত উন্মোচন করলেন।বাবাজী এই কাজের জন্য লেখক কে আশীর্বাদ জানালেন।এই অবসরে পূর্ব বিধায়ক কুনাল সরঙ্গি বললেন, সুনীল কুমার দে সিদ্ধ সাধক বিনয় দাস বাবাজীর পুস্তক লিখে ইতিহাস রচনা করলেন।৩৩ খানি বই এর মালিক ঝাড়খন্ডের মহান লেখক সুনীল কুমার দে কে রাষ্ট্রীয় সম্মান দেওয়া উচিত।এই অবসরে মুর্তিকার সুবোধ গড়াই, জিলা পরিষদ সুভাষ সিং,পূর্ব জিলা পরিষদ করুণাময় মণ্ডল,দীনেশ সরদার,সনত মণ্ডল,তপন মণ্ডল,জয় হরি সিং মুন্ডা,রমেশ কুমার,রাজীব রায় আদি নিজের নিজের বক্তব্য রাখলেন ও এই মহান কাজের জন্য লেখকের প্রশাংশা করলেন।সভাপতির ভাষণ দিলেন সুধাংশু শেখর মিশ্র।ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন বিদ্যুৎ পাল।অনুষ্ঠানটির সঞ্চালন করলেন রাজকুমার সাহু।অনুষ্ঠানের শেষে মায়ের নাম ও রাম নাম করা হলো।এই পূর্ব মহিতোষ মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,নব রঞ্জন ভকত,ডাক্তার বিকাশ ভকত ,সুবোধ মণ্ডল,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,তপন কুমার মণ্ডল,হেম চন্দ্র পাত্র,সমাজ সেবী চিত্ত রঞ্জন দাস,সমাজসেবী কৃষ্ণ গোপ, অজিত সরদার,মনি পাল,ভাস্কর দে,তড়িত মণ্ডল,অমল বিশ্বাস, হীরালাল দে,অরুন মাহাতো, সঞ্জয় সাহু, ভানু রানা,লোচনা মণ্ডল,বুলু মণ্ডল,বেবি মণ্ডল,সুজাতা মোড়ল,ঝর্ণা সাহু,বীথিকা মণ্ডল,অঞ্জলি মণ্ডল,ছবি রানী মণ্ডল,বেলা রানী মণ্ডল,বুলু রানী মণ্ডল,ভবানী ঘোষ,শালমা হাঁসদা, সনাতন শিট,অশোক কুমার নায়ক, শুকদেব দাস,ভাস্কর নায়ক,ব্রহ্ম পদ মোড়ল,নিবারণ মুদি আদি অনেক ভক্তগন উপস্থিত ছিলেন।

আইপিএলে কলকাতার একাদশে সাকিবলিটনের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ গুজরাট টাইটানস ও চেন্নাই সুপার কিংসের ম্যাচ দিয়ে ৩১ মার্চ শুরু হবে আইপিএলের এবারের আসর। যেখানে সাকিব আল হাসান ও লিটন দাসের কলকাতা নাইট রাইডার্স প্রথম ম্যাচ খেলবে ১ এপ্রিল পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে। সাকিব ও লিটন কবে থেকে আইপিএল খেলতে পারবেন সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। তবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকলে টুর্নামেন্টের প্রথম থেকে সাকিবলিটনের আইপিএল খেলা যে হচ্ছে না, তা নিশ্চিত। তবে খেলতে পারবেন আইপিএলের মাঝামাঝি সময়ে, আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট শেষে আর ইংল্যান্ডের মাটিতে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের আগ পর্যন্ত। গত মৌসুমে আইপিএলে দল না পেলেও এবারের নিলামে সাকিবকে দলে ভিড়িয়েছে তাঁর পুরোনো দল কলকাতা। আর অন্যদিকে লিটন আইপিএলে সুযোগ পেলেন প্রথমবার। শিরোপা পুনরুদ্ধারের মিশনে এবারের আইপিএলে কেমন একাদশ খেলাতে পারে কলকাতা? একাদশে সাকিবলিটনের জায়গা পাওয়ার সম্ভাবনাইবা কতটুকু?

আইপিএলে প্রতি দলে বিদেশি ক্রিকেটার খেলতে পারেন চারজন। কলকাতায় বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে আন্দ্রে রাসেল ও সুনীল নারাইনের একাদশে থাকা প্রায় নিশ্চিত। এর কারণ এক দশক ধরে ফ্র্যাঞ্চাইজিটির হয়ে তাঁদের পারফরম্যান্স ও এই সংস্করণে তাঁদের সামর্থ্য।

চোটজনিত কোনো সমস্যায় পড়লে হয়তো বিকল্প ক্রিকেটারদের দিকে চোখ দেবে কলকাতার টিম ম্যানেজমেন্ট। রাসেলের বিকল্প হিসেবে গত নিলামে ডেভিড ভিসাকে দলেও নিয়েছে তারা। আর নারাইনের বিকল্প হতে পারেন সাকিব। আবার দুজনেই থাকতে পারেন একাদশে। সে ক্ষেত্রে উইকেট থেকে বাড়তি সহায়তা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে হবে স্পিনারদের। বিদেশি পেসারদের মধ্যে কলকাতার দলে আছেন টিম সাউদি ও লকি ফার্গুসন। এই দুই ক্রিকেটারের মধ্যে যেকোনো একজনকেই একাদশে দেখার সম্ভাবনা বেশি। নতুন বলের দায়িত্বটা যদি উমেশ যাদব ভালোভাবে পালন করতে পারেন তাহলে 'ডেথ ওভার বিশেষজ্ঞ' ফার্গুসনকেই দলে দেখা যেতে পারে। যদিও ফার্গুসনও ডেথ ওভারে কিছুটা খরুচে। ২০১৯ মৌসুমের পর থেকে খেলা ২৬ ম্যাচে তিনি ডেথ ওভারে রান খরচ করেছেন ৯.৮৬ গড়ে। এরপরও উইকেটশিকারি হওয়ায় তাঁর ওপরই ভরসা রাখতে পারে দলটি। তাই একাদশে দুই উইন্ডিজ তারকা আর এক কিউই পেসারের খেলা অনেকটাই নিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে বাকি একটি জায়গার জন্য লড়াইয়ে সাকিবের চেয়ে লিটনই এগিয়ে আছেন।

কলকাতার এবারের স্কোয়াডে লিটন ও রহমানউল্লাহ গুরবাজ ছাড়া প্রতিষ্ঠিত কোনো ওপেনার নেই। এই দুই ব্যাটসম্যান ছাড়া ওপেন করতে পারেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার, উইকেটকিপারব্যাটসম্যান নারায়ণ জাগাদিসান, অধিনায়ক নীতিশ রানা কিংবা সুনীল নারাইনও। তবে যেহেতু চোটের কারণে দলের সেরা ব্যাটসম্যান শ্রেয়াস আইয়ার টুর্নামেঃটের প্রথম ভাগে খেলতে পারছেন না ,তাই ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক নীতিশের ওপেনিংয়ে না খেলে চার নম্বরে খেলার সম্ভাবনাই বেশি। সে ক্ষেত্রে ভেঙ্কটেশ আইয়ার খেলতে পারেন তিন নম্বরে। পরিস্থিতি অনুযায়ী তিন নম্বর ও চার নম্বর জায়গা অদলবদলও করতে পারেন এই দুজন। বাঁহাতি ওপেনার আইয়ার আইপিএলে ওপেনার হিসেবে যেমন সফল হয়েছেন, তেমনি ব্যর্থও হয়েছেন। গত মৌসুমে ১২ ম্যাচ খেলে করেছিলেন মাত্র ১৮২ রান। আর চোট থেকে ফিরে সর্বশেষ সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে তিন নম্বর ও চার নম্বরেই ব্যাট করেছেন আইয়ার। ৪ ইনিংসে ১৬১ স্ট্রাইকরেটে ১৮৯ রানকে সফলই বলতে হবে।

সে ক্ষেত্রে ওপেনার হিসেবে একাদশে লিটনকে দেখা যেতেই পারে। তবে লড়াইটা হবে আফগান ওপেনার গুরবাজের সঙ্গে। লিটন যদি শুরু থেকেই দলের সঙ্গে যোগ না দিতে পারেন আর গুরবাজ যদি শুরু থেকেই দলের সঙ্গে থাকেন, সে ক্ষেত্রে গুরবাজের সঙ্গে লড়াইয়ে পিছিয়ে যেতে পারেন বাংলাদেশের এই তারকা ওপেনার। আর লিটন কিংবা গুরবাজের সঙ্গী হতে পারেন আরেক উইকেটকিপারব্যাটসম্যান জাগাদিসন। বরুণ চক্রবর্তীর জায়গায় এবার কলকাতা বাজি ধরতে পারে আরেক রহস্য স্পিনার সুয়াশ শর্মার ওপর। তখন একাদশটা যেমন হতে পারে ঃ

১. লিটন দাসরহমানউল্লাহ গুরবাজ
২. জাগাদিসন
৩.নীতিশ রানা
৪. ভেঙ্কটেশ আইয়ার
৫. রিঙ্কু সিংমানদ্বীপ সিং
৬. আন্দ্রে রাসেল
৭. সুনীল নারাইন
৮. শার্দুল ঠাকুর
৯.লকি ফার্গুসন
১০.উমেশ যাদব
১১.বরুণ চক্রবর্তীসুয়াশ শর্মা

আবার অন্য কম্বিনেশনে লিটন বা গুরবাজের সঙ্গে ওপেন করতে দেখা যেতে পারে আইয়ারকে। তাহলে জাগাদিসনকে নামতে হবে মিডল অর্ডারে কিংবা একাদশেও জায়গা হারাতে পারেন চেন্নাইয়ের হয়ে ৭ ম্যাচ খেলা এই ব্যাটসম্যান। আইয়ারকে ওপেনার হিসেবেই রেখে লিটন কিংবা গুরবাজের জায়গায় একাদশে ঢুকতে পারেন সাকিব। খেলতে পারেন ব্যাটিং অর্ডারের ৪ কিংবা ৫ নম্বরে। তাতে কলকাতার বোলিং অপশনও বেড়ে যাবে। তবে কলকাতা মিডল অর্ডারে সাকিবকে কতটা বিবেচনা করবে, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ, ব্যাট হাতে ৭১ ম্যাচের আইপিএল ক্যারিয়ারে সাকিবের গড় ২০ এরও কম। কলকাতার মিডল অর্ডারে অভিজ্ঞতার বিচারে টিকে যেতে পারেন সাকিব। শ্রেয়াস আইয়ারের অবর্তমানে কলকাতার মিডল অর্ডারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন এমন কোনো অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে একাদশে একসঙ্গে সাকিব ও লিটনকে দেখতে পাওয়া বেশ কঠিনই।

আর অনেক কিছু নির্ভর করছে সাকিব ও লিটন কবে থেকে দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন আর কতটা সময় দলের সঙ্গে থাকতে পারেন। কারণ, পুরো মৌসুমে খেলতে পারলে হয়তো নতুন কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের পরিকল্পনার বড় একটা অংশ হতেও পারতেন এই দুজন।

বাবার হুমকিতে হতাশ ফাতি

প্যারিস ঃ চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার হয়ে আনসু ফাতি খুব বেশি খেলার সুযোগ পাননি। এ কারণে ফাতির বাবা বেশ ক্ষুব্ধই। স্প্যানিশ রেডিও 'কোপ'-এর সঙ্গে আলাপে নিজের ক্ষোভই উগড়ে দিয়েছেন তিনি। হুমকি দিয়েছেন ফাতিকে ন্যু ক্যাম্প ছেড়ে অন্য ক্লাবে নিয়ে যাওয়ার। বাবার এমন হুমকিতে হতাশ ফাতি নিজেই।

জাভি হার্নান্দেজের অধীন দুর্দান্ত ছন্দে আছে বার্সা। আছে লা লিগার শীর্ষে। তবে বার্সার এ দলের হয়ে ফাতির নিয়মিত মাঠে নামা হচ্ছে না। জাভির অধীন ফাতি এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৩৮ ম্যাচ। এর মধ্যে ২৭টিতেই বদলি হিসেবে নামানো হয়েছে ২০ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ডকে।

বিশ্বকাপ শিরোপা হাতে নেওয়ার পর শুক্রবার প্রথম খেলতে নামবেন মেসি সর্বশেষ ৬ ম্যাচের মধ্যে একবারই প্রথম একাদশে ছিলেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। এ কারণেই মূলত ক্ষুব্ধ ফাতির বাবা, 'বাবা হিসেবে আমি ক্ষুব্ধ। এমন কম সময় খেলা ফাতির প্রাপ্য নয়। ও আর আগের মতো ছোট কোনো ছেলে নয়, যে আমরা স্পেন ও বার্সেলোনার আনসু ফাতির কথা বলছি, যে লা মাসিয়া থেকে এসেছে... যদি তাকে (সুযোগ) না দেন, তাহলে কাকে দেবেন? ফাতি অন্য ক্লাবে যেতে চায় না, তবে বাবা হিসেবে আমি ওর এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নই। আমি সেভিয়ায় ফেরার কথাও ভেবেছি।'

ফাতি বেড়ে উঠেছেন বার্সার যুব একাডেমি লা মাসিয়ায়। লা লিগায় বার্সেলোনার সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হওয়ার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে গোলের রেকর্ডের মালিক তিনি।

চোটপ্রবণ এই ফুটবলার যে বার্সার হয়েই আরও রেকর্ড গড়তে চান, তা স্পষ্ট তাঁর বাবার কথাতেই। এ কারণেই হয়তো ক্লাব ছাড়ার মতো কথায় হতাশ হয়েছেন ফাতি। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম রেলোভো জানিয়েছে, 'বাবার এমন ক্ষোভের বিষয়ে কিছুই জানতেন না ফাতি। পুরো বিষয়টি নিয়েই হতাশ এই স্প্যানিশ ফুটবলার। ফাতি তাঁর বাবার এমন মন্তব্যের সঙ্গে যে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তা পরিষ্কার করতে একটি বিবৃতি দেওয়ার কথাও ভাবছেন।'

আইপিএলে কোন দলে কোন বিদেশি ক্রিকেটার

কলকাতা ঃ আইপিএল মানেই বিশ্বসেরা ক্রিকেটারদের সমাবেশ। তাঁদের অনবদ্য পারফরম্যান্স। ২০০৮ সাল থেকে শুরু হওয়া বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই টিটোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের ১৬তম আসর নানা পরিবর্তন মাঠে গড়াবে শুক্রবার। বিশ্বের সবচেয়ে অর্থকরী এই ক্রিকেট লিগের দিকে চোখ থাকে তারকা ক্রিকেটারদের। আইপিএলের গুরুত্ব এখন এতটাই যে ক্রিকেটাররা অনেক সময়ই দেশের হয়ে খেলার চেয়েও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এবারের আইপিএলেও প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতেই ভারতীয় ক্রিকেটারদের পাশাপাশি আছেন বিদেশি ক্রিকেটাররা। এঁদের কেউ কেউ তো দেশের খেলা বাদ দিয়েই খেলতে এসেছেন এখানে।

আইপিএলের ১৬তম মৌসুমে কোন দলে কোন কোন বিদেশি ক্রিকেটাররা খেলছেন, তা একনজরে দেখে নিন

কলকাতা নাইট রাইডার্স

সুনীল নারাইন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ), আন্দ্রে রাসেল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), লকি ফার্গুসন (নিউজিল্যান্ড), টিম সাউদি (নিউজিল্যান্ড), লিটন দাস (বাংলাদেশ), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (আফগানিস্তান), ডেভিড ভিসা (নামিবিয়া)।

মুম্বাই ইন্ডিয়ানস

ক্যামেরন গ্রিন (অস্ট্রেলিয়া), টিম ডেভিড (অস্ট্রেলিয়া), জফরা আর্চার (ইংল্যান্ড), ত্রিস্তান স্তাবস (দক্ষিণ আফ্রিকা), ডেওয়াল্ড ব্রেভিস (দক্ষিণ আফ্রিকা), জেসন বেহেরেনদফ (অস্ট্রেলিয়া)।

দিল্লি ক্যাপিটালস

ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া), রোভমান পাওয়েল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), মিচেল মার্শ (অস্ট্রেলিয়া), আনরিখ নর্কিয়ে (দক্ষিণ আফ্রিকা), লুঙ্গি এনগিডি (দক্ষিণ আফ্রিকা), মোস্তাফিজুর রহমান (বাংলাদেশ)।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

ফাফ ডু প্লেসি (দক্ষিণ আফ্রিকা), ফিন অ্যালেন (নিউজিল্যান্ড), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (অস্ট্রেলিয়া), ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (শ্রীলঙ্কা), ডেভিড উইলি (ইংল্যান্ড), জস হ্যাজলউড (অস্ট্রেলিয়া), মিচেল ব্রেসওয়েল (নিউজিল্যান্ড), রিস টপলি (ইংল্যান্ড)।

চেন্নাই সুপার কিংস

ডেভিড কনওয়ে (নিউজিল্যান্ড), মঈন আলী (ইংল্যান্ড), ডোয়াইন প্রিটোরিয়াস (দক্ষিণ আফ্রিকা), মিচেল স্যান্টনার (নিউজিল্যান্ড), মাথীশা পাথিরানা (শ্রীলঙ্কা), মাহীশ থিকসানা (শ্রীলঙ্কা), বেন স্টোকস (ইংল্যান্ড)।

পাঞ্জাব কিংস

ম্যাথু শর্ট (অস্ট্রেলিয়া), ভানুকা রাজাপক্ষে (শ্রীলঙ্কা), লিয়াম লিভিংস্টোন (ইংল্যান্ড), নাথান এলিস (অস্ট্রেলিয়া), কাগিসো রাবাদা (দক্ষিণ আফ্রিকা), সিকান্দার রাজা (জিম্বাবুয়ে), স্যাম কারেন (ইংল্যান্ড)।

রাজস্থান রয়্যালস

শিমরন হেটমায়ার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), জস বাটলার (ইংল্যান্ড), ট্রেন্ট বোল্ট (নিউজিল্যান্ড), ওবেদ ম্যাককয় (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), জো রুট (ইংল্যান্ড), অ্যাডাম জ্যাম্পা (অস্ট্রেলিয়া), জ্যাসন হোল্ডার (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ডনোভান ফেরেইরা (দক্ষিণ আফ্রিকা)।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

এইডেন মার্করাম (দক্ষিণ আফ্রিকা), গ্লেন ফিলিপস (নিউজিল্যান্ড), মার্কো ইয়ানসেন (দক্ষিণ আফ্রিকা), ফজলহক ফারুকি (আফগানিস্তান), আকিল হোসেন (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), আদিল রশিদ (ইংল্যান্ড), হেনরিখ ক্লাসেন (দক্ষিণ আফ্রিকা), হ্যারি ব্রুক (ইংল্যান্ড)।

গুজরাট টাইটানস

ডেভিড মিলার (দক্ষিণ আফ্রিকা), ম্যাথু ওয়েড (অস্ট্রেলিয়া), রশিদ খান (আফগানিস্তান), আলজারি যোসেফ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), কেন উইলিয়ামস (নিউজিল্যান্ড), ওদিয়ান স্মিথ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), জশুয়া লিটল (আয়ারল্যান্ড)।

লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টস

কাইল মেয়ার্স (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), মার্ক উড (ইংল্যান্ড), নিকোলাস পুরান (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), রোমারিও শেফার্ড (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), ড্যানিয়েল স্যামস (অস্ট্রেলিয়া), নাভিন উল হক (আফগানিস্তান)।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকার পরাজয়ের পেছনে যে সাতটি কারণ

ভিয়েতনাম (ওয়েবডেস্ক)ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল বিশ্বের অবিসংবাদিতভাবে প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি এবং দেশটি বিশ্বাস করতো যে তার সামরিক বাহিনীও একইভাবে সর্বশক্তিমান। তবুও মাত্র আট বছর ধরে ভিয়েতনাম যুদ্ধে বিপুল অর্থ ও জনবল ক্ষয়ের পরও যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের বাহিনী এবং তাদের গেরিলা মিত্র ভিয়েত কং-এর কাছে পরাজিত হয়েছিল।

ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্যদের চূড়ান্ত প্রত্যাহারের ৫০তম বার্ষিকীতে (২৯শে মার্চ, ১৯৭৩) বিবিসি দু'জন বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদের কাছে জানতে চেয়েছিল ঠিক কী কারণে আমেরিকা ঐ সংঘাতে হেরে গিয়েছিল।

শীতল যুদ্ধ তখন তুঙ্গে। কমিউনিস্ট এবং পুঁজিবাদী বিশ্বশক্তি তখন একে অপরের মুখোমুখি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ফ্রান্স ইন্দোচীনে তার উপনিবেশ ধরে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিল। এক শান্তি সম্মেলনে এখনকার ভিয়েতনামকে তারা ভাগ করে কমিউনিস্ট উত্তর অংশ এবং দক্ষিণে মার্কিন-সমর্থিত রাষ্ট্র তৈরি করেছিল। কিন্তু ফরাসিদের পরাজয় সে দেশে সংঘাতের অবসান ঘটাতে পারেনি। তাদের ভয় ছিল যে ভিয়েতনাম যদি সম্পূর্ণভাবে কমিউনিস্ট হয়ে যায় তাহলে আশেপাশের দেশগুলিতেও কমিউনিজম ছড়িয়ে পড়বে। আর এটাই যুক্তরাষ্ট্রকে ঐ সংঘাতে জড়িয়ে ফেলেছিল, যে লড়াই এক দশক ধরে চলেছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল।

তাহলে বিশ্বের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর সামরিক শক্তি কীভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি নবগঠিত রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হলো? এনিয়ে সাধারণভাবে যেসব ব্যাখ্যা রয়েছে সে সম্পর্কে বলছেন দু'জন বিশেষজ্ঞ ঃ

যুদ্ধের দায়িত্ব ছিল বিশাল

বিশ্বের অন্য প্রান্তে গিয়ে যুদ্ধ চালানো ছিল বিশাল এক দায়িত্ব। যুদ্ধ যখন তুঙ্গে সে সময় ভিয়েতনামে মোতায়েন মার্কিন সৈন্যসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষেরও বেশি।

এই যুদ্ধে অর্থ ব্যয়ের কথা শুনলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। ২০০৮ সালে মার্কিন কংগ্রেসের এক প্রতিবেদনে যুদ্ধের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৬৮,৬০০ কোটি মার্কিন ডলার (আজকের মূল্যে ৯৫,০০০ কোটি ডলারেরও বেশি)।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা এর চার গুণেরও বেশি অর্থ ব্যয় করেছে এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছে। কোরিয়াতেও তারা একটি দূরপাল্লার যুদ্ধ চালিয়েছে। তাই ভিয়েতনাম যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে মার্কিন নেতাদের মনে আত্মবিশ্বাসের কোনও ঘাটতি ছিল না।

ব্রিটেনের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতির ওপর একজন বিশেষজ্ঞ ড. লুক মিডাপ বলছেন, যুদ্ধের গোড়ার দিকে সাধারণভাবে ব্যাপক আশাবাদ ছিল।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে এটি সত্যিই একটি অদ্ভুত ব্যাপার, তিনি বিবিসিকে বলছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র অনেকগুলো সমস্যা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিল, মার্কিন বাহিনী ঐ পরিবেশে গিয়ে কাজ করতে পারবে কিনা - তা নিয়েও অনেক সংশয় ছিল। কিন্তু তবুও ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মার্কিন সরকার নিশ্চিত ছিল যে ঐ যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তারাই বিজয়ী হবে।

কিন্তু সেই আত্মবিশ্বাসে ভাঙন ধরে, বিশেষভাবে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে কমিউনিস্ট টেট আক্রমণের পর। শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের অর্থ জোগানোর প্রশ্নে মার্কিন কংগ্রেসের সমর্থনের অভাব ঘটতে শুরু করলে ১৯৭৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

তবে মার্কিন সেনাবাহিনীর আদৌ ভিয়েতনামে ঢোকা উচিত ছিল কিনা, তা নিয়েই ড. মিডাপ প্রশ্ন তুলেছেন। দ্বিতীয় একজন বিশেষজ্ঞ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক টুং ভুও তার সাথে একমত।

এধরনের লড়াইয়ের জন্য মার্কিন বাহিনী ছিল অনুপযুক্ত

হলিউডের ছায়াছবিতে প্রায়ই দেখা যায়, অল্পবয়সী মার্কিন সৈন্যরা ভিয়েতনামের জঙ্গলের প্রতিকূল পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য হিমশিম খাচ্ছে। অন্যদিকে ভিয়েত কং বিদ্রোহীরা গহীন অরণ্যের ভেতর দিয়ে অবলীলায় চলাফেরা করছে এবং চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে।

মার্কিন বাহিনীকে যে ধরনের পরিবেশের মধ্যে গিয়ে লড়াই চালাতে বলা হয়েছে, সে ধরনের পরিবেশে কাজ করা কোন বড় আকারের সামরিক বাহিনীর জন্য বেশ কষ্টসাধ্য, বলছেন ড. মিডাপ।

ঐ সব অঞ্চলে রয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে গহীন অরণ্য।

তিনি বলছেন, কিন্তু দু'পক্ষের মধ্যে কোনটির টিকে থাকার ক্ষমতা বেশি সেই গল্প হয়তো কিছুটা অতিরঞ্জিত-ভাবেই ছড়ানো হয়েছে।

যুদ্ধের সময় এমন গালগল্প তৈরি হয়েছিল যে মার্কিন সেনাবাহিনী পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারছে না, এবং উত্তর ভিয়েতনামিজ কিংবা ভিয়েত কং গেরিলারা ছিল এতে অনেক বেশি অভ্যস্ত। কিন্তু একথা সত্যি না, বলছেন তিনি।

ঐ বিপদসংকুল পরিবেশে টিকে থাকা এবং টিকে থেকে লড়াই চালানোর জন্য উত্তর ভিয়েতনামিজ সেনাবাহিনী এবং ভিয়েত কং গেরিলাদেরও প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

ড. মিডাপের মতে, আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে লড়াই কখন হবে এবং কোথায় হবে সেটা ঠিক করতো বিদ্রোহীরা। হামলা চালানোর পর তারা লাওস এবং ক্যাম্বোডিয়ার সীমান্তের ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যেত। তাদের অনুসরণ করে ঐ দুটি দেশে ঢুকে পড়া মার্কিন বাহিনীর জন্য ছিল নিষিদ্ধ।

অধ্যাপক ভু-এর মতে, শুধু ভিয়েত কং গেরিলাদের বিরুদ্ধে মনোযোগ মার্কিন বাহিনীকে পরাজয়ের পথে ধাবিত করেছিল।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিদ্রোহীরা নিজেরা কখনই সায়গন দখল করতে পারতো না, বিবিসিকে বলেছিলেন তিনি। এটা ছিল কৌশলগতভাবে ভুল পদক্ষেপ। এর ফলে উত্তর ভিয়েতনামের সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈন্যরা দক্ষিণ ভিয়েতনামে ঢুকে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল এবং এই অনুপ্রবেশকারী বাহিনীর হাতেই শেষপর্যন্ত যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের পরাজয় ঘটে দেশের মধ্যেই

ইউএস ন্যাশনাল আর্কাইভস-এর হিসেব অনুযায়ী, ১৯৬৮ সাল নাগাদ ৯৩ মার্কিন বাসাবড়িতে অন্তত একটি করে টিভি সেট ছিল এবং সেই টিভিতে প্রতিদিন তারা যে ভিডিও ফুটেজ দেখতেন তাতে আগের যুদ্ধগুলির তুলনায় ছিল কম সেন্সর এবং সেগুলো দেখানো হতো তাৎক্ষণিকভাবে।

এ কারণেই টেট আক্রমণের সময় সায়গনে মার্কিন দূতাবাসের চারপাশে লড়াইয়ের দৃশ্যগুলি ছিল এতটা শক্তিশালী। দর্শকরা প্রায় সাথে সাথে দেখতে পেতেন ভিয়েত কং গেরিলারা কীভাবে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের কেন্দ্রস্থলে এবং মার্কিন টিভি দর্শকদের বৈঠকখানার একেবারে ভেতরে এই যুদ্ধটিকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

উনিশশো আটষট্টি সালের পর থেকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের নিউজ কভারেজ মূলত ছিল - নিরপরাধ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা, পঙ্গু ও নির্যাতনের ছবিকে ঘিরে। টিভি এবং সংবাদপত্রে এসব খবর তুলে ধরা হচ্ছিল। এতে অনেক আমেরিকান ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন এবং তাদের মনোভাব যুদ্ধবিরোধী হয়ে পড়েছিল।

সারা দেশ জুড়ে বিশাল বিশাল সব প্রতিবাদ বিক্ষোভ গজিয়ে উঠছিল।

উনিশশো সত্তরের ৪ঠা মে এরকমই একটি বিক্ষোভে ওহাইওর কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ন্যাশনাল গার্ডস বাহিনী চারজন শান্তিপূর্ণ ছাত্র বিক্ষোভকারীকে গুলি করে হত্যা করেছিল।

দ্য কেন্ট স্টেট ম্যাসাকার আরও বেশি লোককে যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল। ড্রাফট নামে পরিচিত একটি অত্যন্ত অজনপ্রিয় নিয়োগ ব্যবস্থা, যেখানে যুবকদের জোর করে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হতো, সেটাও জনসাধারণের মনোবলের ওপর বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলেছিল। অন্যদিকে ছিল খবরের ছবি যেখানে দেখানো হচ্ছিল কফিনে ভরে মার্কিন সৈন্যদের মরদেহ দেশে ফেরত আনা হচ্ছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রায় ৫৮,০০০ মার্কিন সৈন্য হয় নিহত, নয়তো নিখোঁজ হয়েছিল।

প্রফেসর ভু-এর মতে, উত্তর ভিয়েতনামের জন্য এটি বড় রকমের একটি সুবিধা ছিল ঃ যদিও তাদেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশি, কিন্তু রাষ্ট্রের মিডিয়ার ওপর তাদের ছিল নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ এবং তথ্য প্রবাহের ওপর ছিল একচেটিয়া অধিকার।

কমিউনিস্টরা যেভাবে পেরেছিল, সেভাবে জনমত গঠনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের সামর্থ্য কিংবা ইচ্ছা কোনটাই ছিল না, তিনি বলেন।

উত্তর ভিয়েতনামের হাতে ছিল ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থা। তারা সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছিল এবং যেকোনো ভিন্নমতকে দমন করেছিল। যারাই যুদ্ধের ব্যাপারে সরকারের সাথে দ্বিমত পোষণ করতো তাদের সরাসরি কারাগারে পাঠানো হতো।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের হৃদয় জয়ের লড়াইয়েও হেরেছে যুক্তরাষ্ট্র

ভিয়েতনামের যুদ্ধ ছিল এটি একটি ব্যতিক্রমী নৃশংস সংঘাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের ভয়ঙ্কর অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। নাপাম বোমা (এটি একটি পেট্রোকেমিক্যাল দাহ্য পদার্থ যা ২,৭০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জ্বলে ওঠে এবং যা কিছু স্পর্শ করে তাকেই আঁকড়ে ধরে থাকে) এবং

এজেন্ট অরেঞ্জ (এটি ভিন্ন একটি রাসায়নিক যা অরণ্যে গাছের আচ্ছাদন ধ্বংস করে। এর ফলে ফসল ধ্বংস হয়।) এই দুটি অস্ত্রের ব্যবহারের ফলে দক্ষিণ ভিয়েতনামের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আমেরিকার ব্যাপারে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়।

সার্চ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় মিশনগুলিতে অগণিত নিরপরাধ বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সবচেয়ে কুখ্যাত ঘটনাগুলির একটি ঘটে ১৯৬৮ সালে। মাই লাই গণহত্যায় মার্কিন সৈন্যরা কয়েকশ ভিয়েতনামিজ নাগরিককে হত্যা করে।

বেসামরিক মানুষের মৃত্যুতে যুদ্ধের প্রতি স্থানীয় জনগণের সমর্থন কমে যায়। এরা হয়তো ভিয়েত কং-কেও সমর্থন করতে চায়নি। এটা এমন নয় যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ খাঁটি কমিউনিস্ট ছিলেন। বেশিরভাগ মানুষ কেবল বেঁচে থাকতে চাইছিলেন এবং যে কোনও উপায়ে এই যুদ্ধ থেকে পালাতে চাইছিলেন, বলেন ড. মিডাপ।

অধ্যাপক ভুও এবিষয়ে একমত যে মানুষের হৃদয় জয় করার সংগ্রামে যুক্তরাষ্ট্র খুব একটা সফল হয়নি।

একটি বিদেশি সেনাবাহিনীর জন্য জনগণকে খুশি রাখা সবসময়ই কঠিন। এরা যে স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হবে না, এটা আপনি ধরেই নিতে পারেন, তিনি বলেন।

কমিউনিস্টদের মনোবল ছিল জোরালো

ড. মিডাপ বিশ্বাস করেন, সাধারণভাবে যারা কমিউনিস্টদের পক্ষ হয়ে লড়াই করার পথ বেছে নিয়েছিলেন তারা জয়ের ব্যাপারে - দক্ষিণ ভিয়েতনামের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য যাদের জোর করে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করা হয়েছিল - তাদের চেয়ে ছিলেন অনেক বেশি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

যুদ্ধ চলার সময় বিপুল সংখ্যক কমিউনিস্ট বন্দিদের জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রে কিছু গবেষণা চালানো হয়, তিনি জানাচ্ছেন।

মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ এবং মার্কিন সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান র‍্যান্ড কর্পোরেশন বন্দিদের অনুপ্রেরণা ও মনোবলের ওপর এই গবেষণাগুলি চালিয়েছিল। এরা জানতে চেয়েছিল উত্তর ভিয়েতনামিজ এবং ভিয়েত কংরা কেন এই যুদ্ধ করছিল। এবং প্রতিষ্ঠান দুটি সর্বসম্মতভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে বন্দিদের অনুপ্রেরণা এসেছিল দেশপ্রেম থেকে। অর্থাৎ, তারা দেশকে একত্রিত করে একটি একক সরকার গঠন করতে চাইছিল।

বিপুল সংখ্যক গেরিলার হতাহতের পরেও কমিউনিস্ট শক্তিগুলির যে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল সেটা সম্ভবত তাদের মনোবলের প্রমাণ।

অন্যদিকে, মার্কিন নেতৃত্ব আচ্ছন্ন ছিল শত্রুপক্ষের নিহত সৈন্যদের দেহ গণনা নিয়ে। তারা মনে করেছিলেন, যে হারে শত্রু যোগ দিচ্ছে তার চেয়েও দ্রুত হারে শত্রুকে হত্যা করতে পারলে কমিউনিস্টরা লড়াই চালানোর ইচ্ছা হারিয়ে ফেলবে।

যুদ্ধের সময় প্রায় ১১ লক্ষ উত্তর ভিয়েতনামিজ এবং ভিয়েত কং যোদ্ধা নিহত হয়। কিন্তু তারপরও তবুও কমিউনিস্টরা যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সৈন্য সংখ্যা জুগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অধ্যাপক ভু অবশ্য ঠিক নিশ্চিত নন যে উত্তর ভিয়েতনামের মনোবল সবল ছিল। তবে তিনি স্বীকার করেন যে উত্তরের সৈন্যদের যেভাবে মগজ ধোলাই করা হয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে একেক জন সৈন্য একেকটি অস্ত্রে পরিণত হয়েছিল। তারা মানুষকে তাদের আদর্শের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাতে সক্ষম হয়েছিল। প্রচার এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা মানুষকে বুলেটে পরিণত করতে সফল হয়েছিল।

দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার ছিল অজনপ্রিয় ও দুর্নীতিগ্রস্ত

ড. মিডাপ বলছেন, যে সমস্যার মুখোমুখি দক্ষিণ ভিয়েতনামের সরকার হয়েছিল, তা ছিল তার বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব এবং প্রাক্তন ঔপনিবেশিক শক্তির সাথে ঐ সরকারের সম্পর্ক।

উত্তর এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যে বিভাজন সেটা সবসময় ছিল কৃত্রিম, স্নায়ুযুদ্ধের ফলে এটি তৈরি হয়েছিল, তিনি বলছেন, ভিয়েতনামকে দুটি দেশে বিভক্ত করার কোন সাংস্কৃতিক, জাতিগত বা ভাষাগত কারণ ছিল না।

তিনি মনে করেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

যদিও এই গোষ্ঠীটি সেই সময়ের জনসংখ্যার সম্ভবত মাত্র ১০ থেকে ১৫ ছিল (ভিয়েতনামে বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ), অনেক ক্যাথলিক নিপীড়নের ভয়ে উত্তর ভিয়েতনাম থেকে দক্ষিণে পালিয়ে গিয়েছিলেন, যাকে ড. মিডাপ বর্ণনা করছেন দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনীতিতে একটি ক্রিটিকাল মাস বলে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের এসব ক্যাথলিক রাজনীতিবিদ যেমন, প্রথম রাষ্ট্রপতি এনগো ডিন ডিয়েম, যুক্তরাষ্ট্রে এদের ক্ষমতাধর ক্যাথলিক বন্ধু ছিলেন, যেমন প্রেসিডেঃট জন এফ কেনেডি।

ক্যাথলিক ধর্মীয় সংখ্যালঘুর এই আধিপত্য বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রকে অজনপ্রিয় করে তুলেছিল, বলছেন ড. মিডাপ।

তিনি মনে করেন, এটি একটি বৈধতার সংকট তৈরি করেছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ মনে করছিল, তাদের সরকারকে বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছিল। এবং সরকারটি ছিল ফরাসি ঔপনিবেশিকতার ফসল। কারণ, অনেক ক্যাথলিক ফরাসিদের পক্ষ হয়ে লড়াই করেছিল।

ভিয়েতনামের মাটিতে পাঁচ লক্ষ আমেরিকান সৈন্যের উপস্থিতি সেই সত্যটিকে তুলে ধরেছিল যে এই সরকার সব দিক থেকে বিদেশিদের ওপর নির্ভরশীল, ড. মিডাপ বলছেন।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম কখনই এমন কোন রাজনৈতিক মন্ত্র তৈরি করতে পারেনি যা দিয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষকে বোঝানো যেত যে ঐ লড়াইটি ছিল এক বাঁচা-মরার লড়াই। তিনি বলছেন, এর ফলেই প্রশ্ন উঠেছে যে দুর্নীতিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া একটি রাষ্ট্রকে ঠেকা দেয়ার জন্য সেখানে মার্কিন সৈন্য পাঠানো আদৌ দরকার ছিল কিনা। সূচনা থেকে তার ধ্বংস পর্যন্ত ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র ছিল একটি অবিশ্বাস্যভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত এক দেশ, বলছেন তিনি, ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিশাল মার্কিন অর্থ সাহায্য দেশটির দুর্নীতিকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে গেছে। সর্বব্যাপী দুর্নীতি দক্ষিণ ভিয়েতনামের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে পঙ্গু করে দিয়েছিল। সে সময় ঘুষ না দিয়ে কেউ বেসামরিক কিংবা সামরিক কোন পদ অধিকার করতে পারতেন না। তিনি মনে করছেন, সশস্ত্র বাহিনীর ওপর এটা গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

এর অর্থ হলো যে যুক্তরাষ্ট্র কখনই একটি নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ এক দক্ষিণ ভিয়েতনামিজ সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারেনি, তিনি বলছেন।

সুতরাং এটা অনিবার্য ছিল - এবং প্রেসিডেঃট রিচার্ড নিক্সন সেটা স্বীকারও করেছিলেন - যে ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে মার্কিন সৈন্যরা যখন দেশে ফিরে যাবে, তখন প্রায় সাথে সাথেই দক্ষিণ ভিয়েতনাম রাষ্ট্রটি মুখ থুবড়ে পড়বে।

তবে অধ্যাপক ভু একমত নন যে দক্ষিণ ভিয়েতনামের জন্য পরাজয় অনিবার্য ছিল। তিনি মনে করেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ নিয়ে পরবর্তী গবেষণাগুলিতে সাধারণত অজুহাত খোঁজার চেষ্টা চলেছে।

তারা চায়, এই পরাজয়ের জন্য কাউকে দায়ী করা হোক, এবং সবচেয়ে সহজে দোষারোপ করা হয় দক্ষিণ ভিয়েতনামিজদের, বলছেন তিনি, মার্কিন প্রতিবেদনগুলিতে দুর্নীতি এবং ক্যাথলিকদের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগগুলিতে অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে। দুর্নীতি ছিল ব্যাপক, কিন্তু সেটা এমন স্তরে ছিল না যেটি যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেক অদক্ষ এবং অকার্যকর সামরিক ইউনিট তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ ভিয়েতনামের সামরিক বাহিনী খুব ভালভাবেই লড়াই করেছিল, তিনি যুক্তি দিচ্ছেন।

বলিউডে রানি মুখার্জির অভিনীত সিনেমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নরওয়ের

নরওয়ে (ওয়েবডেস্ক)ঃ ছবির নাম 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে', যাতে অভিনয় করেছেন রানি মুখার্জির মতো বলিউড তারকা। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া এই ছবিটিকে কেন্দ্র করেই সামনে চলে এসেছে নরওয়ে আর ভারতের মধ্যে এক ধরনের তীব্র 'সাংস্কৃতিক সংঘাত'। দিল্লিতে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত হান্স জেকব ফ্রাইডেনলান্ড রীতিমতো টুইট করে ও খবরের কাগজে অপ-এড লিখে দাবি করেছেন, এই ছবিটিতে নরওয়ে সম্পর্কে বহু তথ্যগত অসঙ্গতি আছে এবং ওতে যা দেখানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অন্য দিকে, বাস্তবে যার জীবনের ঘটনা নিয়ে ছবিটি তৈরি সেই সাগরিকা চক্রবর্তী পাল্টা দাবি করেছেন, নরওয়ে সরকার মোটেই সত্যি কথা বলছে না এবং আজ পর্যন্ত তারা এই ঘটনাটি নিয়ে মিথ্যে রটনা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রায় বারো বছর আগে নরওয়ের স্ট্যাভাঙ্গার শহরে তখন সেখানকার বাসিন্দা সাগরিকা চক্রবর্তীর দুই শিশুসন্তানকে বাবা-মা'র কাছ থেকে আচমকা নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নিয়েছিল নরওয়ের শিশু সুরক্ষা বিভাগ।

পরে ভারত সরকারের কূটনৈতিক হস্তক্ষেপে ও নরওয়ের আদালতে দীর্ঘ শুনানির শেষে প্রায় বছরখানেক পর ওই বাচ্চা দুটিকে পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরে তারা ভারতে সাগরিকা চক্রবর্তীর কাছেই মানুষ হয়েছে। তাঁর কোল থেকে বাচ্চাদের অন্যায়ভাবে কেড়ে নেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত নরওয়ে সরকার কোনও দুঃখ প্রকাশ করেনি বলেও জানিয়েছেন সাগরিকা চক্রবর্তী। নরওয়ের এই ঘটনাটি এক যুগ আগে ভারতের জনমনে তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণা দেশের পার্লামেন্টে বিবৃতিও দিয়েছিলেন।

আজ এত বছর পরে সেই ঘটনার ভিত্তিতে নির্মিত ছবিটি নরওয়ে ও ভারতের মধ্যে সেই পুরনো সংঘাতকেই নতুন করে উসকে দিয়েছে। ছবিটি সিনেমাহলে মুক্তি পাওয়ার পর নরওয়ের রাষ্ট্রদূত তার দেশের হয়ে যে সাফাই দিয়েছেন তার মূল কথাটা হল - নরওয়েতে 'পেরেন্টিং ট্র্যাডিশন' বা সন্তানকে প্রতিপালনের পদ্ধতি ভারতের চেয়ে আলাদা হতে পারে, কিন্তু মানবিক আবেগ বা মায়ের ভালবাসায় কোনও ফারাক নেই। 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে'-তে এমন একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে যে ভারতীয় বাবা-মা যে বাচ্চাদের তাদের বিছানাতেই নিয়ে শোন বা অনেক সময় নিজে হাতে করে খাইয়ে দেন, এটা নরওয়ের সংস্কৃতিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

সিনেমাতে এমন আভাসও দেওয়া হয়েছে যে এই অভ্যাসগুলোকে তারা 'শিশু নির্যাতনে'র (চাইল্ড অ্যাবিউজ) সমতুল্য বলে মনে করেছেন। আর প্রধানত এই কারণেই ছবিতে রানি মুখার্জি অভিনীত মায়ের চরিত্রটির কাছ থেকে (ছবিতে যিনি সাগরিকা চক্রবর্তীর ভূমিকায়) তার দুই বাচ্চাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল বলে দেখানো হয়েছে। রাষ্ট্রদূত মি ফ্রাইডেনলান্ড এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, এই ঘটনায় সাংস্কৃতিক পার্থক্যটাই প্রধান ফ্যাক্টর ছিল বলে ছবিতে যা তুলে ধরা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা। এই বিশেষ মামলাটির আলোচনায় যেতে চাই না, কিন্তু এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি বাচ্চাদের হাত দিয়ে খাওয়ানো কিংবা এক বিছানায় নিয়ে শোওয়াটা নরওয়েতে কোনও বাচ্চাকে অল্টারনেটিভ কেয়ারে দেওয়ার কারণ হতেই পারে না।

নিজের তিন সন্তানকে মানুষ করার দৃষ্টান্ত দিয়ে ওই কূটনীতিবিদ আরও জানিয়েছেন, তার বাচ্চারা যখন ছোট ছিল তখন তিনি নিজেও তাদের বহুবার হাতে করে খাইয়ে দিয়েছেন। বাবা-মা যদি হঠাৎ করে একদিন কোনও কারণে বাচ্চার গালে চড় মেরে বসেন ('অ্যান অকেশনাল স্ল্যাপ'), তাহলেও সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মা'র কাছ থেকে বাচ্চাকে কেড়ে নেওয়া হয় না - বরং শিশু কল্যাণ বিভাগ তাদের পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে থাকে বলে রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন।

নরওয়েতে বিশ হাজারেরও বেশি অভিবাসী ভারতীয় থাকেন - এই সিনেমাটি আরও বেশি সংখ্যায় ভারতীয়দের নরওয়েতে যেতে নিরুৎসাহিত করবে না বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

ভারতে একটি বিদেশি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত একটি বলিউড মুভির বক্তব্য নিয়ে প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাচ্ছেন - এ ঘটনা প্রায় নজিরবিহীন বলা যেতে পারে।

তবে নরওয়েজিয়ান রাষ্ট্রদূতের তীব্র প্রতিবাদের পরও 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে'র নির্মাতারা কিন্তু নিজেদের অবস্থানেই অনড় আছেন।

তারা বলছেন ছবিতে মোটেও মনগড়া কিছু দেখানো হয়নি, বরং নরওয়েতে তথাকথিত 'চাইল্ড প্রোটেকশন সিস্টেম'টি যে কত ভুলে ভরা সে দিকেই দিকনির্দেশ করা হয়েছে। ছবিটির প্রযোজক নিখিল আডভানি টুইট করে বরং নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের বিরুদ্ধেই পাল্টা অভিযোগ এনেছেন।

তিনি জানিয়েছেন, ভারতের অতিথিপরায়ণতার পরম্পরা মেনে ছবিটির মুক্তির আগের দিন তারা নরওয়ের রাষ্ট্রদূতের জন্য একটি বিশেষ স্ক্রিনিংয়েরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে ছবিটি দেখা শেষ করে রাষ্ট্রদূত এই সিনেমাটি বানানোর সঙ্গে যুক্ত 'দুজন শক্তিশালী নারী'র সঙ্গে রীতিমতো হুমকির সুরে কথা বলেন তিনি জানিয়েছেন।

সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন সাগরিকা চক্রবর্তীর পোস্ট করা একটি ভিডিও, যেখানে মিস চক্রবর্তী নরওয়ে সরকারের প্রতিটি বক্তব্যকে খন্ডন করছেন।

ভারতের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও সাবেক ফরেন সার্ভিস অফিসার মণিশঙ্কর আইয়ারও ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছেন, নরওয়ে-সহ পশ্চিমের অনেক দেশে বাচ্চাদের জন্য 'ফস্টার কেয়ার সিস্টেমে' যে বহু ত্রুটি আছে - এ কথা সুবিদিত। ফস্টার কেয়ারে প্রতিপালিত বাচ্চারা নিজের পরিবারের মধ্যে বেড়ে ওঠা বাচ্চাদের তুলনায় অনেক বেশি মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় ভোগে, এটাও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

এদিকে 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে'কে নিয়ে এই অভূতপূর্ব বিতর্কের মধ্যেই ছবিটি কিন্তু ভারতে ও ভারতের বাইরের সিনেমাহলে রমরম করে চলছে।

মুক্তির পর প্রথম দশ দিনে শুধু ভারতেই ছবিটি ১৫ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছে বলে বলিউড অ্যানালিস্ট তরণ আদর্শ জানিয়েছেন। রানি মুখার্জি ছাড়াও ছবিটিতে অভিনয় করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, জিম সার্ভ ও নীনা গুপ্তার মতো তারকারা।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শুক্রবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
31:03:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

সংশোধিত ব্যাংক আইন কতটা কমাতে পারবে এ খাতের অনিয়ম?

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে কোন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে একই পরিবারের তিন জনের বেশি পরিচালক থাকতে পারবে না বলে ব্যাংক কোম্পানি আইনের এক নতুন ধারায় বলা হয়েছে। নতুন এ ধারাটি মঙ্গলবার মন্ত্রীসভায় পাস হয়। তবে অর্থনীতিবিদসহ সংশ্লিষ্টরা একে ইতিবাচকভাবে দেখলেও তারা মনে করছেন যে, ব্যাংকিং খাতে সুশাসনের যে অভাব রয়েছে তা কাটাতে এই নতুন ধারা খুব বেশি কাজে আসবে না। বরং তারা বলছেন, দেশের ব্যাংক খাতে এরই মধ্যে যে বিস্তর দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে সেগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করা না হলে এ খাতে আস্থাহীনতা দেখা দিতে পারে। মঙ্গলবার মন্ত্রীসভার বৈঠক শেষে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ব্যাংক কোম্পানি আইন ২০২৩ এর যে ধারা চূড়ান্ত হয়েছে সেখানে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু সংশোধন রয়েছে। ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে লেনদেন এবং ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের ঋণ প্রদান ও জামানত গ্রহণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন জানান, এই আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী কার্যকর হলে পরিচালনা পর্ষদে 'পরিবারভিত্তিক আধিপত্য' কমবে।

দুবাইতে বাড়ছে বাড়ি ভাড়া - কারণ কি রুশদের আগমন?

দুবাই (এজেন্সী) ঃ আরেখা প্রেটোরিয়াসের জন্য ফেব্রুয়ারি আর মার্চ মাসটা ছিল অনিশ্চয়তা আর উৎকণ্ঠায় ভরা। কারণ, তিনি ও তার স্বামী ক্রিস কয়েক সপ্তাহ ধরেই দুবাই শহরে নতুন একটি বাড়ি খুঁজছিলেন।

তারা ২০১৯ থেকে শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বাড়িতে থাকছিলেন, কিন্তু বাড়িওয়ালা গত বছরই তাদের নোটিশ দেন যে তাদেরকে উঠে যেতে হবে, কারণ ওই বাড়িতে তিনি নিজেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সমস্যা হলো, ক্রিস ও আরেথা তিন বেডরুমের ভিলা বাড়িটির ভাড়া দিচ্ছিলেন বার্ষিক ৩৪,০০০ ডলার। কিন্তু এখন তারা ওই একই এলাকায় নতুন বাড়ি খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলেন, সমমানের বাড়ির ভাড়া ৭৫ বেড়ে গেছে।

তারা শহরের অন্য এলাকাতেও বাড়ি খুঁজতে শুরু করলেন, কিন্তু তাদের বাজেটের মধ্যে কোন ভিলা বাড়ি পেলেন না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তারা শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে অনেক দূরে এবং বেশ ছোট একটি বাড়ি নিতে বাধ্য হলেন, কিন্তু তারও দিতে হবে বার্ষিক ভাড়া ৪৫,০০০ ডলার - এখনকার চাইতে ৩২ বেশি।

এই দম্পতি দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দুবাইতে এসেছিলেন ২০১১ সালে, আর তার পর থেকে পাঁচবার বাড়ি বদলেছেন। তবে পছন্দমত বাড়ি খুঁজে পাওয়াটা আগে কখনো এবারের মত কষ্টকর ছিল না, আর বাড়ি ভাড়া এত বেশি বাড়তেও তারা কখনো দেখেননি।

একটি রিয়েল এস্টেট এজেন্সি বলেছেন, গত বছরের পর থেকে দুবাইতে বাড়ি ভাড়া ৩৬ শতাংশ বেড়ে গেছে।

দুবাই ছেড়ে সপরিবারে শারজাহ দুবাইতে গত কিছুকালের মধ্যে শুধু ভিলা নয়, অ্যাপার্টমেন্ট সহ সবরকম বাড়ির ভাড়াই বেড়ে গেছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ এতই বেশি যে কিছু লোককে বাধ্য হয়ে দুবাই ছাড়তে হয়েছে। ওয়াকার আনসারি তাদেরই একজন। তিনি সপরিবারে দক্ষিণ দুবাইয়ে এক বেডরুমের একটি অ্যাপার্টমেন্টে থাকতেন। তার বার্ষিক ভাড়া ছিল ৯,৫০০ ডলার। কিন্তু গত মাসে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার সময় বাড়িওয়ালা বললেন, তিনি ভাড়া আরো ৩০০০ ডলার বাড়াতে চান। ওয়াকার তখন ওই একই এলাকায় অন্য একটি অ্যাপার্টমেন্টে খোঁজ করলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন সেগুলোর ভাড়া আগের চাইতে ৪০ শতাংশেরও বেশি বেড়ে গেছে।

আমি ১০-১৫ শতাংশ বেশি ভাড়া দিতে রাজি ছিলাম, কিন্তু তাতেও আমি অন্য কোন এলাকায় একটি ভালো অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে পাইনি। তখন আমার সামনে একমাত্র বিকল্প ছিল দুবাই ছেড়ে শারজাহ চলে যাওয়া। শারজাহ দুবাইয়ের পাশেই আরেকটি আমিরাত - যেখানে বাড়ি ভাড়া অপেক্ষাকৃত কম। বেটারহোমস নামে একটি রিয়েল এস্টেট গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রিচার্ড ওয়েইন্ড বলছেন, দুবাইয়ে বর্তমানে বাড়ির সংখ্যার তুলনায় চাহিদা অনেক বেশি বেড়ে গেছে।

দুবাইতে এখন অনেক বেশি লোক বসবাস করতে আসছে, এবং তারা এমন সব এলাকায় থাকতে চায় যেখানে তত বেশি বাড়ি খালি নেই বলেন তিনি - বাজারে একটা সরবরাহের অভাব আছে এবং এ কারণে ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত এমন একটি দেশ যেখানকার প্রায় এক কোটি বাসিন্দার ৯০ শতাংশই বিদেশী নাগরিক।

সম্প্রতি দুবাইতে শুধু ভাড়া নয়, বাড়ি কেনার দামও বেড়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর অ্যাপার্টমেন্টের দাম বেড়েছে ৩৫। তবে অনেকে বলছেন, এখানে বাড়ি ভাড়া এবং বাড়ির দাম দুটোই বেড়ে যাবার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে রাশিয়ান অর্থ। গত বছর ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই এটা ঘটছে, বলছেন দুবাইভিত্তিক সাভিল্‌স মিডল ইস্ট-এর সহযোগী পরিচালক কেটি বার্নেল। ধনী রুশদের - বিশেষত অলিগার্ক, কোটিপতি এবং নতুন ব্যবসায়িক উদ্যোগপ্রতিষ্ঠাতাদের জন্য নতুন নিরাপদ আবাসভূমি হয়ে উঠেছে দুবাই। নতুন চাকরির সুযোগের কারণে অনেক তরুণ রুশও এই বিলাসবহুল শহরটিতে চলে এসেছেন। বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানিও তাদের স্টাফদের রাশিয়া থেকে দুবাইতে নিয়ে এসেছে। গত বছর দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেট খাতে সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী ছিল রুশরা। মিজ বারনেল বলছেন রুশরা কোথায় বাস করতে পারে বা বাড়ি কিনতে পারে এর ওপর এমন অনেক রকম বিধিনিষেধ আছে। কিন্তু সংযুক্ত আরব আমিরাতে এরকম কিছুই নেই। এখানে তারা ব্যবসা এবং আর্থিক কার্যক্রম চালাতে পারছে। এসব কারণে দুবাইয়ের প্রপার্টি মার্কেটে যে দামই হাঁকা হচ্ছে - তা তারা দিতে আপত্তি করছে না - বলেন তিনি। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর ঠিক কত লোক রাশিয়া ছেড়েছেন তার কোন সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। তবে অনুমান করা হয় যে এ সংখ্যা কয়েক লক্ষ হবে।

ফর্বস রাশিয়ার এক রিপোর্ট বলছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট পুতিন রুশ বাহিনীতে নতুন সেনা নিয়োগের উদ্যোগ নেবার পর ৭০০,০০০ রুশ নাগরিক দেশ ছেড়েছেন।

ক্রেমলিন অবশ্য এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এ ব্যাপারে একটা নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছে আমিরাত। তারা রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি বা ইউক্রেনে অভিযান চালানোর সমালোচনাও করেনি।

নিষেধাজ্ঞার শিকার হয়নি এমন রুশদের ওপর পশ্চিমা দেশগুলো বিধিনিষেধ আরোপ করলেও, ইউএই তাদেরকে ভিসা দিচ্ছে। রাশিয়ার এমটিএস ব্যাংককে সেদেশে কার্যক্রম শুরুর লাইসেন্সও দিয়েছে দেশটি।

কোভিড মহামারির পর থেকে ভিসার ব্যাপারে কিছু উদার নিয়মনীতি করার পর এ দেশটিতে বহু বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা এসেছেন এবং নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে

দেশটিতে গত বছর বাড়ি বেচাকেনার লেনদেন হয়েছে ৮৬ হাজার - যা এক নতুন রেকর্ড। যত বাড়ি বিক্রি হয়েছে তার মোট মূল্য ৫,৬০০ কোটি ডলারেরও বেশি। এটাও ২০২১ সালের চেয়ে ৮০ শতাংশ বেশি।

দুবাইতে বাড়ি ভাড়া অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেয়া বা উপযুক্ত কারণ ছাড়া ভাড়াটে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আইন আছে।

কিন্তু তার পরও নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক ভাড়াটে বিবিসিকে বলেছেন, তারা বাড়ি ছাড়ার যে নোটিশ পেয়েছেন তাতে বলা হয়েছে যে বাড়িওয়ালা নিজেই এখন সেখানে থাকতে চান। কিন্তু আসলে এটা ছিল একটা অজুহাত মাত্র।

আসলে তারা চাইছেন আরো বেশি ভাড়ায় অন্য কাউকে ভাড়া দিতে - বলছেন তারা।

পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করেন রাম

যিনি পিতৃসত্য পালনের জন্য তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে, প্রিয় পত্নী সীতাদেবীর সুকোমল করস্পর্শ সহনে অসমর্থ চরণকমলের দ্বারা বনে বনে বিচরণ করেছিলেন, বানররাজ হনুমান (অথবা সুগ্রীব) ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ যাঁর বনভ্রমণের শ্রান্তি অপনাদেন করেছিলেন, যিনি শূর্পণখার নাক এবং কান কেটে তাকে বিকৃতরূপ করেছিলেন, সীতাদেবীর বিরহজনিত ক্রোধের দ্বারা যাঁর ভ্রূভঙ্গি দর্শন করে সমুদ্র ভীত হয়ে ভগবানকে সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধন করতে দিয়েছিলেন। তারপর রাবণের রাজ্যে প্রবেশ করে, আগুন যেভাবে বনকে গ্রাস করে, ঠিক সেইভাবে রাবণকে সংহার করেছিলেন সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আমাদের রক্ষা করুন।
(ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লীলা, শ্রীমদ্ভাগবত, ৯১০৪)

জার্মানিতে আরো বড় ধর্মঘটের আশঙ্কা

বার্লিন ঃ জার্মানির পাবলিক সার্ভিস কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক সংগঠনগুলি কর্মদাতাদের সঙ্গে রফায় আসতে পারেনি। তৃতীয় দফার আলোচনাও ব্যর্থ হওয়ায় দেশজুড়ে বড় আকারের ধর্মঘটের আশঙ্কা বাড়ছে। বেতনবৃদ্ধির জন্য চাপ বাড়াতে শ্রমিক সংগঠনগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে 'সতর্কতামূলক' ধর্মঘট ডেকে বার বার জার্মানির জনজীবন স্তব্ধ করে দিচ্ছে। গত সোমবার দেশজুড়ে পরিবহণ ধর্মঘট সেই সংগ্রামের সবচেয়ে জোরালো দৃষ্টান্ত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কর্মদাতাদের সঙ্গে দরকষাকষি করে কোনো ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত আলোচনার শেষেও দুই পক্ষ সেই কাজে ব্যর্থ হয়েছে। তবে তৃতীয় দফার আলোচনাই চূড়ান্ত নয়, এবার নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীদের শামিল করে সমাধানসূত্রে পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। ছয়টি কাজের দিনের মধ্যে মূল প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। তার দশ দিনের মধ্যে ফলাফল পেশ করতে হবে। সেই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের আশঙ্কা দেখা দেবে। তবে আসন্ন ইস্টারের ছুটি গোটা উদ্যোগে কিছুটা বিলম্ব ঘটাবে বলে আপাতত সেই আশঙ্কা আরও কিছুটা দূরে সরে যাচ্ছে। বার্লিনের উপকণ্ঠে পট্‌সডাম শহরে সরকার, পৌর কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠনগুলি আলোচনা চালিয়েছে। সাফল্য না পেলেও আপাতত আরও ধর্মঘট এড়ানোর চেষ্টা চলছে। আগে থেকে বাছাই করা নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীরা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাধানসূত্রের প্রস্তাব দিতে চলেছেন। এই সময়কালে কোনো ধর্মঘট যাতে না ডাকা হয়, সেটাও নিশ্চিত করতে চান তাঁরা। উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাস থেকে শ্রমিক সংগঠন 'ভ্যার্ডি' ও সরকারি কর্মীদের সংগঠন 'ডিবিবি' ফেডারেল ও স্থানীয় সরকারগুলির সঙ্গে দশ শতাংশেরও বেশি বেতনবৃদ্ধির দাবিতে আলোচনা চালিয়ে আসছে। প্রায় ২৫ লাখ কর্মীর হয়ে দরকষাকষি করছে এই দুই সংগঠন। সরকার এখনো পর্যন্ত আট শতাংশের বেশি বেতন বাড়াতে রাজি হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার ভোরে ভ্যার্ডি'র প্রধান ফ্রাংক ভ্যার্নেকে বলেন, সামাজিকভাবে ন্যায্য ন্যূনতম বেতন আদায় করার চেষ্টা আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। তিনি এ জন্য কর্মদাতাদের দায়ী করেন। সরকারি কর্মচারীদের সংগঠনের প্রধান উলরিশ সিলবারবাখ বলেন, মূল্যস্ফীতির ধাক্কায় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যেভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে, তার অন্তত কিছুটা ক্ষতিপূরণ করতে এমন বেতনবৃদ্ধির দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই লক্ষ্য এখনো পূরণ করা যায়নি। ফেডারেল সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেসার জটিলতা কাটাতে মধ্যস্থতার পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছানো সম্ভব না হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন।

শি জিনপিংকে কিয়েভে আমন্ত্রণ জেলেনস্কির

নিউ ইয়র্ক ঃ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বুধবার জানিয়েছেন, চীনের প্রেসিডেন্টকে কিয়েভে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন। এদিকে বাখমুতের লড়াই আরো তীব্র হয়েছে।

পূর্ব ইউক্রেনের বাখমুতে ইউক্রেনের সেনার সঙ্গে রাশিয়ার প্রাইভেট আর্মি ওয়্যাগনার গ্রুপের তীব্র লড়াই চলছিল। বুধবার ওয়্যাগনার গ্রুপের প্রধান জানিয়েছেন, বাখমুতে তাদের সেনাবাহিনীর বিপুল ক্ষতি হয়েছে। প্রচুর সেনার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা বাখমুতের অধিকাংশ এলাকাই দখল করে নিতে পেরেছেন। রয়টার্সের দাবি, একটি অডিও মেসেজে একথা জানিয়েছেন, ওয়্যাগনার আর্মির প্রধান।

ওয়াশিংটনের সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অফ ওয়ারও জানিয়েছে, বাখমুত এখন রাশিয়ার হাতে। গত সাতদিনে একটু একটু করে রাশিয়া এই কৌশলগত এলাকাটি দখলে নিয়েছে বলে তাদের দাবি। বস্তুত, রয়টার্সও একই কথা জানিয়েছে। তাদের দাবি, ওয়্যাগনার আর্মির প্রধানের ভয়েস মেসেজে সে কথাই বলেছেন।

এদিকে বুধবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি দাবি করেছেন, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে তিনি খোলা আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিয়েভে গিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিজের চোখে খতিয়ে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। গত কয়েকমাসে চীনের সঙ্গে রাশিয়ার সখ্য বেড়েছে। রাশিয়াকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে চীন। অতি সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের সঙ্গে শিয়ের বৈঠক হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জেলেনস্কির এই বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। জেলেনস্কির বক্তব্য, পুটিন শিয়ের কাছে যতটা সাহায্য চেয়েছিলেন, চীন তা দেয়নি। ফলে এমন হতেই পারে, শি কিয়েভের পরিস্থিতি দেখে ইউক্রেনকে সমর্থন করবে। বস্তুত, সম্প্রতি শি মস্কোয় গেছিলেন। সেখানে রাশিয়ার প্রশাসন তাকে যুদ্ধ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেছে। এদিকে জার্মানি ঘোষণা করেছে, আগামী নয় বছরে সব মিলিয়ে ১২ বিলিয়ন ইউরো খরচ করা হবে ইউক্রেনের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য। ধীরে ধীরে এই অর্থ ব্যয় করা হবে। জার্মানির প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত কয়েকদিন ধরে এনিয়ে বৈঠক করেছে। তারপরেই বাজেট কমিটিকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮ বিলিয়ন ইউরোর নতুন সামরিক অস্ত্র দেওয়া হবে ইউক্রেনকে। আর চার বিলিয়ন ইউরো খরচ করা হবে পুরনো অস্ত্র বদলের জন্য।